CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-138 ■ 17 February, 2026 ■ আগরতলা ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ৫ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

এঞ্জেল চাকমা হত্যা মামলা

৬৪৯ পাতার চার্জশিট পেশ

দেহরাদুন, ১৬ ফেব্রুয়ারি ।। ত্রিপুরার ছাত্র অঞ্জেল চাকমা হত্যা মামলায় পাঁচ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আদালতে ৬৪৯ পাতার চার্জশিট দাখিল করেছে উত্তরাখন্ড পুলিশ। অভিযুক্তদের মধ্যে দুইজন নাবালকও রয়েছে। পলাতক মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারপোল—এর সহায়তায় শিগগিরই রেড কর্নার নোটিস জারির প্রস্তুতি চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এর আগে তদন্তের স্বার্থে মূল অভিযুক্তের সন্ধান পেতে ব্লু কর্নার নোটিস জারি করা হয়েছিল। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে অভিযুক্ত পালিয়ে প্রতিবেশী দেশ নেপালে আশ্রয় নিয়েছে। ২০২৫ সালের ৯ ডিসেম্বর দেরাদুনের সেলাকুই এলাকায় একটি মদের দোকানের সামনে ঘটনাটি ঘটেছে। সেখানে কয়েকজন মিলে এঞ্জেল ও তাঁর ভাই মাইকেলকে জাতিগতভাবে অপমান করে এবং গালিগালাজ দেয়। এঞ্জেল তাদের শান্তভাবে উত্তর দেন, কিন্তু সেই উত্তরের পরই পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁদের উপর হামলা হয়।

এঞ্জেলের বন্ধুদের মতে, এঞ্জেল ছিল খুব শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে তিনি নিজের পরিচয় নিয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু সংঘবদ্ধ হামলায় এঞ্জেল গুরুতর আহত হন এবং মাইকেলও আঘাত পান। অঞ্জেলের ভাই মাইকেল তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। দেহরাদূনের একটি হাসপাতালে ১৪ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে মারা যান।

পুলিশ জানিয়েছে, ১২ ডিসেম্বর মাইকেল চাকমার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে দুজন নাবালক। প্রধান অভিযুক্ত যজ্ঞ রাজ সম্ভবত নেপালে পালিয়ে গেছে, তাকে ধরার জন্য দুইটি পুলিশ টিম পাঠানো হয়েছে এবং ২৫,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

পুলিশ প্রথমে এঞ্জেল চাকমার ওপর হামলার ঘটনায় ১১৫(২) (ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করা), ১১৮ (মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা) এবং ৩৫১(৩) (অপরাধী হুমকি প্রদান) ধারায় মামলা দায়ের করেছিল। তবে আঞ্জেলের মৃত্যুর পর মামলার অভিযোগে পরিবর্তন আনা হয় এবং ১০৩(১) (হত্যা) ও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জন্মদিনেই মৃত্যু!

পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন প্রদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। জন্মদিনের আনন্দ আর বাড়ি ফেরা হলো না। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দেবীপুর রাজারটিলা এলাকার ২১ বছরের যুবক প্রদীপ দাস ওরফে শিপন। মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বন্ধুদের সঙ্গে বিশালগড় থেকে জন্মদিনের কেক নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তাঁদের গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় কেনানিয়া বেলতলী শ্মশানঘাট এলাকায়। দুর্ঘটনাটি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় প্রদীপ দাসের। তাঁর বাড়ি দেবীপুর রাজারটিলা এলাকায়। তাঁর বাবার নাম নিতাই দাস। এই দুর্ঘটনায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অতীতের ব্যর্থতা ঢাকতে

বাজেটে গোয়েন্দা খাতে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রতিবাদে সরব প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় বাজেট প্রস্তাবনা নিয়ে তীব্র সমালোচনায় সরব হল প্রদেশ কংগ্রেস। গত অর্থ বছরের তুলনায় চলতি অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের বরাদ্দ প্রায় ৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি বর্তমান বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে গোয়েন্দা ব্যবস্থার ত্রুটি স্বীকার করা হয়ে থাকে। তবে এতদিন বিরোধীদের বিরুদ্ধে চালানো অপপ্রচারের জন্য সরকারকে ক্ষমা চাইতে হবে। আজ এক প্রেস বিবৃতিতে এমনটাই দাবি করেছে প্রদেশ কংগ্রেস।

এক প্রেস বিবৃতিতে তারা অভিযোগ করেছে, সামাজিক ক্ষেত্র, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প এবং খাদ্য সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে কার্যত বরাদ্দ কমিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অস্বাভাবিকভাবে শক্তিশালী করার পথে হাঁটছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, গত অর্থ বছরের তুলনায় চলতি অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের বরাদ্দ প্রায় ৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে নজিরবিহীন। এই প্রবণতা সরকারের পুলিশি নির্ভরতা বাড়ানোরই ইঙ্গিত বলে তারা মনে করছে। বিশেষ করে সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে কাটছাঁটের পর এমন বৃদ্ধি নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, সরকারের উদ্দেশ্য কী।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অতীতে পুলওয়ামা হামলা, কাশ্মীর উপত্যকা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সন্ত্রাসবাদী ঘটনা এবং রাজধানী দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর গোয়েন্দা ব্যর্থতার অভিযোগ উঠেছিল। সেই সময় সংসদের ভিতরে ও বাইরে এসব প্রশ্ন তুললে সরকার এবং শাসক দল কেবল বিরোধিতা করেনি, বরং বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাও চালিয়েছে বলে অভিযোগ।

প্রদেশ কংগ্রেসের মতে, যদি এখন বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে গোয়েন্দা ব্যবস্থার ত্রুটি স্বীকার করা হয়ে থাকে, তবে এতদিন বিরোধীদের বিরুদ্ধে চালানো অপপ্রচারের জন্য সরকারকে ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যথায়, এই পদক্ষেপকে তারা জনসমর্থন কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে গণঅসন্তোষ দমনে 'পুলিশিরাজ' কায়েমের প্রচেষ্টা হিসেবেই দেখছে।

বিবৃতিতে বাজেটের পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানানো হয়েছে, ২০২৫—২৬ অর্থবর্ষে গোয়েন্দা খাতে বরাদ্দ ছিল প্রায় ৩,৮৯৩ কোটি টাকা, যা সংশোধিত হয়ে দাঁড়ায় ৪,১৫৯ কোটি টাকায়। ২০২৬—২৭ অর্থবর্ষে শুধু ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো-র জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে প্রায় ৬,৭৮২ কোটি টাকা।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিম জেলা ভোক্তা আদালতের সভাপতি গৌতম সরকার অপসারিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। অসদাচরণ ও পদমর্যাদার অপব্যবহারের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভোক্তা আদালতের সভাপতির পদ থেকে অপসারিত হলেন গৌতম সরকার। রাজ্য সরকারের নির্দেশে তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে পদচ্যুত করা হয়েছে। আজ রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত সচিব সুমিত লোধ এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভোক্তা আদালতের একাধিক আইনজীবী ও কর্মচারীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গৌতম সরকারের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখে সরকার। এরপর ভোক্তা সুরক্ষা আইন অনুযায়ী গঠিত নিয়ম, ২০২০-এর ৯ নম্বর ধারার অধীনে রাজ্য ভোক্তা বিবাদ নিষ্পত্তি কমিশনের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত পরিচালিত হয়। তদন্ত শেষে রাজ্য কমিশন প্রতিটি অভিযোগের পৃথক বিশ্লেষণ ও যুক্তিসহ তাদের রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে জমা দেয়। রাজ্য সরকার তদন্ত রিপোর্ট, অভিযুক্তের লিখিত জবাব এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, গৌতম সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা অসদাচরণ ও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রোমান লিপি বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ আইপিএফটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। রোমান স্ক্রিপ্ট বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানালো শরিক দল (আইপিএফটি)। রোমান স্ক্রিপ্ট জনজাতি সমাজের আবেগের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত রয়েছে। তাই এই সংবেদনশীল বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা মন্তব্য থেকে বিরত থাকা উচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেববর্মা।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে স্বপন দেববর্মা বলেন, রোমান স্ক্রিপ্ট ইস্যুতে রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিভ্রান্তি ও অসন্তোষ রয়েছে। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে কোনও সরকারই দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। তিনি দাবি করেন, অতীতে বাম সরকারও এই ইস্যুতে স্পষ্ট অবস্থান না নেওয়ার ফলেই দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকতে পারেনি।

আইপিএফটি সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য, বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং জনজাতি সমাজের আবেগের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। এই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা যেহেতু মাতৃভাষায় বাংলা ভাষাভাষী, তাই রোমান স্ক্রিপ্ট সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর প্রকাশ্যে মন্তব্য করা উচিত নয়।

অর্থের চেয়ে জাতি গুরুত্বপূর্ণ ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। ব্রু-জনজাতিদের উন্নয়ন ছাড়া অন্যান্য জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। অর্থের চেয়ে জাতি গুরুত্বপূর্ণ। আজ অমরপুর মহকুমার পাহাড়পুরে এক অনুষ্ঠানের এমনটাই দাবি করলেন তিপরা মথা প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এডিসি প্রশাসনের উদ্যোগে এই রিয়াং কমিউনিটি হল নির্মিত হবে। ৫০০ আসন বিশিষ্ট এই কমিউনিটি হল নির্মাণ সম্পন্ন হলে রিয়াং জনজাতির মানুষজন বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারবেন।

তাঁর কথায়, সব জনজাতিদের মন থেকে ভালোবাসেন তিনি। আগামী দিনে এমন সময় আসবে, যখন জনজাতিরাই ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার সামলাবে। ব্রু-জনজাতিদের উন্নয়ন ছাড়া অন্যান্য জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। অর্থের চেয়ে জাতি গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

জনজাতিদের মধ্যে একতা বজায় রাখার উপর বিশেষ জোর দিয়ে তিনি বলেন, নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও ঝামেলা হলে উন্নয়ন ব্যাহত হবে। একতা না থাকলে রাজনৈতিক শক্তিগুলি জনজাতিদের দাবিয়ে রাখবে। তাই আগে জাতির স্বার্থ, পরে দলের স্বার্থ এই নীতিতে চলার আহ্বান জানান তিনি।

ছয় মাসের জলসংকট

পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। জলের অপর নাম জীবন হলেও বাস্তবে সেই জলই এখন আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কৈলাসহর-এর হীরাছড়া এলাকায়। টানা ছয় মাস ধরে তীব্র পানীয় জল সংকটে ভুগছেন হীরাছড়া এডিসি ভিলেজ কমিটির বাসিন্দারা। প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েও কোনো স্থায়ী সমাধান না পাওয়ায় আহ ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকাবাসী। কলসি ও বালতি হাতে নিয়ে পথ অবরোধে নামেন তাঁরা।

জানা গেছে, কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লক-এর অধীন হীরাছড়া এডিসি ভিলেজ কমিটির ১, ৩, ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডে সবচেয়ে বেশি জলসংকট দেখা দিয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এলাকার সব পুকুর ও কুয়ো শুকিয়ে গেছে। পানীয় জলের কোনো উৎস না থাকায় বাধ্য হয়ে ড্রেনের নোংরা জল ব্যবহার করতে হচ্ছে, যার ফলে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন জলবাহিত রোগ।

অভিযোগ আরও, ৪ নম্বর ওয়ার্ডে একটি ওয়াটার পাম্প থাকলেও গত ছয় মাস ধরে সেটি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৪৫ কোটি টাকার ইয়াবা সহ আটক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল আসাম রাইফেলস। গতকাল রাতে ডিআরআই-র সাথে যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে

জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের ভিত্তিতে নিরাপত্তা বাহিনী মুঙ্গিয়াকামি এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসএ০১টিসি৭৬৭৪ নম্বরের একটি লরি আটক করে। তাতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৪,৫০,০০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায়৪৫ কোটি বলে জানা গেছে। ওই অভিযান চলাকালীন ঘটনায় জড়িত সন্দেহে হাফিজুল হক (৪২) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি অসমের উদালগুড়ি জেলার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে, উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য এবং গ্রেফতার অভিযুক্তকে পরবর্তী তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার জন্য ডিআরআই-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই সফল অভিযান মাদক পাচারের বিরুদ্ধে আসাম রাইফেলস ও ডিআরআই-এর সমন্বিত প্রচেষ্টার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মাদকের ক্রমবর্ধমান বিস্তার রোধে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ত্রিপুরার গ্রামীণ পর্যটনে পরিবর্তন আনতে হিমাচলের হোমস্টে মডেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। পর্যটনে সমৃদ্ধ রাজ্যের অভিজ্ঞতা পুঁজি বানিয়ে ত্রিপুরাকে শক্তিশালী পর্যটক বান্ধব রাজ্যে উন্নীত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে কমিউনিটি-ভিত্তিক পর্যটনকে আরও শক্তিশালী করতে সেই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন (টিআরএলএম)। উদীয়মান পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে হোমস্টে চালু ও প্রসারের লক্ষ্যে সংস্থাটি প্রথমবারের মতো বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে টিআরএলএম রাজ্যের নয়জন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও)-কে সফল হোমস্টে মডেল পর্যালোচনা করতে হিমাচল প্রদেশ সফরে পাঠিয়েছে। সেখানে তাঁরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য ধানী দেবী পরিচালিত খুশবু হোমস্টে-এর কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

এছাড়া ওই আধিকারিকরা কুল্লু জেলার নাগ্গর ব্লকের ব্রড গ্রামে গ্রাম পঞ্চায়েত শালিনের অধীন শিব শক্তি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। আলোচনায় কমিউনিটি-পরিচালিত পর্যটন ব্যবস্থায় অবকাঠামো উন্নয়ন, আতিথেয়তা ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতার মান, আয় সৃষ্টির পদ্ধতি এবং গ্রামীণ পর্যটন টিকিয়ে রাখতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

হিমাচল প্রদেশের সফল হোমস্টে ব্যবস্থায় অনুপ্রাণিত হয়ে টিআরএলএম এখন ত্রিপুরার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় পর্যটন কেন্দ্রে একই ধরনের মডেল চালুর রোডম্যাপ প্রস্তুত করছে। সম্ভাব্য এলাকাগুলির মধ্যে রয়েছে জম্পুই পাহাড়, ঊনকোটি, ডুম্বুর লেক, ছবিমুড়া, কালাঝাড়ি পাহাড়, মাতাবাড়ি, মনু বনকুল এবং সিপাহীজলা।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই উদ্যোগ টিআরএলএমের বৃহত্তর পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যার লক্ষ্য পর্যটন-নির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি করা। ২০২৬—২৭ অর্থবর্ষে গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে ৭০ কোটিরও বেশি টাকার বাজেট প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে, যা রাজ্যজুড়ে কমিউনিটি-পরিচালিত পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করা হবে।

এই হোমস্টে প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন, টেকসই আয় সৃষ্টি এবং ত্রিপুরাকে সংস্কৃতিসমৃদ্ধ ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরার আশা করা হচ্ছে। এই প্রথম এমন উদ্যোগের মাধ্যমে হিমাচল প্রদেশের কমিউনিটি-ভিত্তিক পর্যটন মডেলের সাফল্য অনুসরণ করে আগামী কয়েক বছরে ত্রিপুরার গ্রামীণ পর্যটনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্য নিয়েছে টিআরএলএম।

বাইক, মোবাইল সহ দুই ছিনতাইবাজ আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। মোবাইল ও টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগে দুই ছিনতাইবাজকে আটক করেছে পূর্ব থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি বাইকও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

পূর্ব থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ জানান, মোবাইল বিক্রয়ের ফাঁদে ফেলে যুবকের কাছ থেকে নগদ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কয়লার সংকটে বন্ধের পথে বহু ইটভাট্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে জ্বালানি সংকট চরম আকার ধারণ করায় গভীর সংকটে পড়েছে ইটভাট্টা শিল্প। বিগত প্রায় ১৫ দিন ধরে কয়লা না আসায় উৎপাদন কার্যত বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের একাধিক ইটভাট্টা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন মালিকপক্ষ।

এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ত্রিপুরা ব্রিকস ম্যানুফেকচারিং অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি বিবেকানন্দ চৌধুরী জানান, রাজ্যের প্রায় সব ইটভাট্টাই এখন বন্ধের মুখে। পর্যাপ্ত কয়লা সরবরাহ না হওয়ায় ভাট্টাগুলিতে ইট পোড়ানোর কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং কাঁচামাল মজুত থাকলেও উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, আচমকাই মেঘালয় সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে কয়লা সরবরাহ বন্ধ হয়ে পড়েছে। তাই আজ অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এই সংকট দীর্ঘায়িত হলে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়বেন। পাশাপাশি নির্মাণ শিল্পেও এর সরাসরি প্রভাব পড়বে, কারণ ইটের সরবরাহ কমে গেলে নির্মাণ কাজ থমকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ইটভাট্টা মালিকদের দাবি, দ্রুত কয়লা সরবরাহ স্বাভাবিক না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে। তাঁরা অবিলম্বে রাজ্য সরকারের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1

17-02-2026, 00:48

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ইং
৫ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা কতটা সুরক্ষিত ?

বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জীবন জীবিকা প্রশ্ন চিহ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নির্বাচনের আগে বিএনপি সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার আশ্বাস দিয়াছিল। নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইয়াছে বিএনপি। নির্বাচন পরবর্তী কালে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন অব্যাহত রহিয়াছে। হিন্দু মন্দিরে হামলা ভাঙচুরের ঘটনাও বাড়িতেছে। তাহাতে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ক্রমশ বাড়িতেছে। বাংলাদেশ জুড়িয়া বেশ কিছু হিন্দু মন্দিরে হামলার ঘটনা ঘটিয়াছে সম্প্রতি। রংপুরের পীরগঞ্জে হিন্দু পাড়ায় ঢুকিয়া কালী মন্দিরের গাছ কাটিয়া নিয়া যাওয়ার অভিযোগ উঠিয়াছে। এদিকে সিলেট তারাপুর মন্দিরে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠিয়াছে। রংপুরের নীলফামারী জেলার ৩ নং খোকশাবাড়ি সাবুল্লীপাড়ার শ্মশানের কালী প্রতিমা ও মন্দির ভাঙচুরের অভিযোগও সামনে আসিয়াছে। প্রতিমাটি ভাঙিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল সেখানে। পরে স্থানীয়রা গিয়া সেখানে প্রতিমাটি মাটি থেকে তোলেন। পুলিশে খবর দেওয়া হয়।এছাড়াও বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর একের পর এক হামলার ঘটনা ঘটিতেছে। সম্প্রতি সুনামগঞ্জে জয় মহাপাত্র, নওগাঁয় মিঠুন সরকার, ফেনিতে সমীর কুমার দাসরা প্রাণ হারাইয়াছেন। এসব হামলায় নিহতরা তাঁহাদের ধর্মীয় পরিচয়ের কারণেই প্রাণ হারাইয়াছেন বলিয়া অভিযোগ। এর আগে ২৩ জানুয়ারি চঞ্চল চন্দ্র ভৌমিককে দোকানে বন্ধ করিয়া রাখিয়া জীবন্ত পুড়াইয়া মারা হইয়াছিল। এর আগে বাংলাদেশে ২ জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১০ জন হিন্দুকে খুন করা হইয়াছে। ১২ জানুয়ারি ফেনিতে সমীরকুমার দাস নামে ২৮ বছরের অটোচালককে খুন করা হয়। ১০ জানুয়ারি সিলেটে খুন হন জয় মহাপাত্র। এর আগে মিঠুন সরকার তাড়া খাইয়া পালাইতে গিয়া প্রাণ হারাইয়ছিলেন। তাহার আগে গত ৫ জানুয়ারি ২ জন হিন্দুকে খুন করা হইয়াছিল বাংলাদেশে। ঢাকার পার্শবর্তী নরসিংদীতে খুন করা হয় এক হিন্দু ব্যবসায়ীকে। মৃতের নাম শরৎ চক্রবর্তী মণি। তাহার আগে ৫ জানুয়ারি যশোরে গুলি করিয়া খুন করা হয় হিন্দু ব্যবসায়ী তথা সাংবাদিক রানাপ্রতাপ বৈরাগীকে। এছাড়া গত ২ জানুয়ারি খুন হইয়াছিলেন সত্য রঞ্জন দাস। ৩ জানুয়ারি খুন হন মিলন দাস এবং সনু দাস। গত ৩১ ডিসেম্বরে হামলার শিকার খোকন চন্দ্র দাসেরও মৃত্যু হয় ৩ জানুয়ারি। ৪ জানুয়ারি খুন হন শুভ পোদ্দার। এর আগে ডিসেম্বরে দীপু চন্দ্র দাস এবং অমৃত মণ্ডলের খুনের ঘটনা সামনে আসিয়াছিল সেই দেশে।

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সহিংসতা, মন্দির ভাঙচুর এবং ঘরবাড়িতে হামলার খবর পাওয়া যাইতেছে , যাহা একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে এই ধরনের ঘটনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।২০২৪ সালের আগস্ট মাসে সরকার পরিবর্তনের পর থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার খবর আসিয়াছে।মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুর, হিন্দুদের ঘরবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাটের খবর পাওয়া গিয়াছে।সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হইয়াছে।বাংলাদেশ সরকার এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসন এই ধরনের সহিংসতা রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।বিভিন্ন সময়ে মন্দির ও পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে।হামলার ঘটনাগুলোর তদন্ত এবং দোষীদের আইনের আওতায় আনিবার দাবি জানানো হইয়াছে।বাংলাদেশি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদসহ বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখিবার আহ্বান জানাইয়াছে এবং সংখ্যালঘুদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার দাবি তুলিয়াছে।

বঙ্গের কয়লা পাচারকাণ্ডে হাওলা ও বিদেশে অর্থপাচারের যোগ খতিয়ে দেখছে ইডি

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের বহুচর্চিত কয়লা পাচার মামলায় তদন্ত চালাতে গিয়ে হাওলা চক্রের মাধ্যমে বিদেশে অর্থ সরানোর যোগ খতিয়ে দেখছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, অপরাধলব্ধ অর্থের একটি অংশ প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও দুবাইয়ে পাঠানো হয়েছে বলে প্রাথমিক তথ্য মিলেছে।

তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি, হাওলা রুটে অর্থ সরিয়ে সেই টাকা বাংলাদেশ ও দুবাইয়ে স্থানীয় ব্যবসা ও রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। নিয়ন্ত্রিত আর্থিক ব্যবস্থার বাইরে থাকা একাধিক মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে এই লেনদেন চলত বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে ঘোরাফেরা করা টাকার পরিমাণ ২,৭০০ কোটি টাকারও বেশি।

সূত্রের আরও দাবি, পশ্চিমবঙ্গের কয়লাক্ষেত্র সংলগ্ন কয়েকটি থানার কিছু পুলিশকর্মী এবং রাজ্য বনদফতরের কিছু আধিকারিকও এই চক্রে জড়িত থাকতে পারেন।

গত সপ্তাহে ইডি জানায়, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), ২০০২-এর আওতায় ১০০.৪৪ কোটি টাকার সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত (প্রোভিশনাল অ্যাটাচমেন্ট) করা হয়েছে। অভিযোগ, ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড-এর লিজ নেওয়া এলাকায় ব্যাপক বেআইনি কয়লা উত্তোলন ও পাচারের সঙ্গে এই অর্থের যোগ রয়েছে। এই মামলায় এখনও পর্যন্ত মোট ৩২২.৭১ কোটি টাকার সম্পত্তি সংযুক্ত করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে।

এর আগে ৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতা ও দিল্লির মোট ১০টি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। সেই তল্লাশি থেকে উদ্ধার হওয়া নথি ও তথ্যই সংযুক্ত সম্পত্তির সঙ্গে অপরাধলব্ধ অর্থের যোগসূত্র প্রমাণে সহায়ক হয়েছে বলে দাবি তদন্তকারী সংস্থার।

সম্প্রতি এই মামলায় ইডির তল্লাশি ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়, যখন সল্টলেকে অবস্থিত ভারতীয় রাজনৈতিক কর্ম কমিটি (আই-প্যাক) দফতর এবং লাউডন স্ট্রিটে আই-প্যাকের সহ-প্রতিষ্ঠাতা প্রতীক জৈন-এর বাসভবনে একযোগে অভিযান চালানো হয়।

তল্লাশি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শীর্ষ আমলা ও পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ওই দুই জায়গায় যান এবং পরে কিছু নথি ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে বেরিয়ে আসেন বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনাকে ঘিরে বিষয়টি বর্তমানে সুপ্রিম কোর্ট-এ বিচারাধীন।

বাজেট অধিবেশন ঘিরে সর্বদল বৈঠক ডেকলেন ওড়িশা বিধানসভার স্পিকার

ভুবনেশ্বর, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): আসন্ন বাজেট অধিবেশন শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সোমবার সর্বদল বৈঠক ডাকলেন ওড়িশা বিধানসভার স্পিকার সুরমা পাধি। মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে চলা গুরুত্বপূর্ণ এই অধিবেশনকে ঘিরে সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

স্পিকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরন মাজি, সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী মুকেশ মহালিং, বিজেডি-র চিফ হুইপ প্রমিলা মল্লিক, কংগ্রেস বিধায়কদল নেতা রামচন্দ্র কদম-সহ একাধিক শীর্ষ নেতা।

বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমকে মুকেশ মহালিং জানান, "সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বিধানসভা নিয়ম ও কার্য্যসূচি মেনে সুষ্ঠুভাবে চলবে।" তিনি জানান, মঙ্গলবার ওড়িশার রাজ্যপাল হরি বাবু কাম্ভাম্পতি-র ভাষণের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হবে।

আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরন মাজি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বার্ষিক বাজেট পেশ করবেন।

শ্রমবিধি: আয়নার মধ্যে আরেকবার উঁকি দিয়ে দেখা

লেখক: অধ্যাপক বিজু ভার্ককে এবং ডঃ শৈলজা ত্রিপাঠী

২১শে নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে চারটি শ্রম আইন একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে, যা ভারতের শ্রম আইন ব্যবস্থার জন্য একটি বড় কাঠামোগত সংস্কারের ইঙ্গিত। যেমনটি প্রত্যাশা করা হয়েছিল, এটি প্রশংসার তোড়া ও সমালোচনা উভয়কেই আমন্ত্রণ জানিয়েছে। বহু প্রতীক্ষিত শ্রম আইন সংস্কারগুলি ২৯টিরও বেশি কেন্দ্রীয় শ্রম আইনকে চারটি বিস্তৃত কোডে একীভূত করেছে। ভারতীয় শ্রম আইন সংস্কারের দাবি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে এবং সময়ের সাথে সাথে ঘোষণাগুলিও এসেছে, কিন্তু সীমিত, সর্বোত্তম উপায়ে পর্যায়ক্রমে এগুলির বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সমস্ত অংশীদাররাই এ বিষয়ে একমত যে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি উৎপাদনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ক্ষমতায়িত শ্রমশক্তি এবং একটি উপযুক্ত কার্য্যকর পরিবেশের প্রয়োজন। পরিবর্তনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা সবার মধ্যেই ছিল, তবে স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক অংশীদার তার প্রত্যাশা এবং উদ্বেগ নিয়ে চিন্তিত ছিল।

২৯টি গুরুত্বপূর্ণ আইনকে চারটি কোডে সংহত করার পাশাপাশি বেতন, সামাজিক নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং শিল্প সম্পর্ক নিয়ে এই সংস্কারকৃত কাঠামোরটির উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থানকে আনুষ্ঠানিকরণ করা, অপ্রাতিষ্ঠানিক, গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ করা, লিঙ্গ অধিকারকে যুক্ত করা এবং বিভিন্ন খাতে নিয়োগকর্তা---কর্মী সম্পর্ককে আধুনিকায়ন করা।

নতুন শ্রম কোডগুলির কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা শ্রম দৃশ্যপটের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

একত্রীকরণ এবং সমন্বয়: ঐতিহাসিকভাবে, ভারতের শ্রম আইনগুলো ভেঙে ফেলা, একাধিক সংজ্ঞা এবং কঠোর মান্যতা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিহ্নিত ছিল। নিয়োগকর্তারা পরস্পরবিরোধী নিয়ন্ত্রণমূলক প্রয়োজনীয়তার মুখোমুখি হত, যেখানে অনেক কর্মী আইনগত সুরক্ষার বাইরে থাকতেন। নতুন কাঠামো একক সংজ্ঞা, ডিজিটাল প্রক্রিয়া এবং বিস্তৃত কভারেজের মাধ্যমে এই জটিলতাকে পরিবর্তন করেছে।

সম্মানজনক শ্রমের নীতিগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা: এই সংস্কারগুলোতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সম্মানজনক শ্রম নীতিসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মানসম্মত কর্মসংস্থান, শ্রমিকদের অধিকার ও সমতার সুরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, এবং সামাজিক সংলাপ।

যোগাযোগ সহজীকরণ: পুরনো ব্যবস্থাটি অতিরিক্ত ফাইলিং, অধিক মাত্রায় নিরীক্ষার উপর নির্ভরতা এবং দুর্বল প্রয়োগের কারণে একটি বোঝা হয়ে উঠেছিল। নতুন কোডগুলো সহজতর ব্যবস্থা এবং সমস্যা প্রতিরোধে শক্তিশালী শাস্তির ব্যবস্থা নিয়ে এসেছে।

সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য: এই কোডগুলো এসডিজি ৮ কে অগ্রসর করছে এবং শ্রম অধিকার শক্তিশালী করে, সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারিত করে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে এসডিজি ১, ৩, ৫, এবং ১০-কে সহায়তা করছে।

ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্তকরণ: দ্রুত অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনকে স্বীকৃতি দিয়ে, কোডগুলো বিস্তৃত সংজ্ঞা, পুনঃপ্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক নিরাপত্তার বিস্তৃত কভারেজ এবং বিকল্প কর্ম পদ্ধতির আনুষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান বিষয়ক উদ্বেগগুলোকে মোকাবিলা করছে।

কোডগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং তাদের প্রভাব:

মজুরি সংক্রান্ত কোড, ২০১৯: এই কোডটি পূর্ববর্তী চারটি আইনকে একীভূত করেছে এবং 'মজুরি' এবং জাতীয় স্তরের মজুরির ধারণার একটি অভিন্ন সংজ্ঞা প্রবর্তন করেছে। এটি বৃহত্তর এবং আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ মজুরি সুরক্ষাকে নিশ্চিত করেছে, সময়মত অর্থ প্রদানের বাধ্যবাধকতা প্রদান করেছে এবং সমান পারিশ্রমিককে জোরদার করেছে, আয়ের নিরাপত্তাকে জোরদার করেছে এবং বিরোধ হ্রাস করেছে।

শিল্প সম্পর্ক কোড, ২০২০: কোডটি ট্রেড ইউনিয়ন, শিল্প বিরোধ এবং স্থায়ী আদেশ সম্পর্কিত আইনগুলিকে একীভূত করেছে। এটি বিরোধ নিষ্পত্তিকে সহজতর করেছে, নির্ধারিত সময়সীমা প্রবর্তন করেছে এবং ধর্মঘট, ছাঁটাই এবং ছাঁটাই সম্পর্কিত নিয়মগুলিকে যুক্তিসঙ্গত করেছে। নিয়োগকর্তাদের আরও নমনীয়তা প্রদান করার পাশাপাশি, এটি যৌথ দর কষাকষি এবং আইনি প্রতিকারের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থাকে বজায় রাখছে।

সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোড, ২০২০: এই কোডটি সংগঠিত খাতের বাইরেও অন্তর্ভূক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে একটি বড় পরিবর্তনের চিহ্ন। গিগ কর্মী, প্ল্যাটফর্ম কর্মী এবং স্ব-উদ্যোগী ভবিষ্যৎ তহবিল, বীমা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা এবং বার্ধক্য সুরক্ষা সম্পর্কিত আইনী কল্যাণ প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত কোড, ২০২০: ওএসএইচ কোড একাধিক নিরাপত্তা আইনকে একটি ঐক্যবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে একীভূত করেছে। এটি কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তার নিয়মগুলিকে মানসম্মত করেছে, নিয়ন্ত্রক তদারকি জোরদার করেছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের উন্নতি করেছে।সামনে কী অপেক্ষা করছে?

নতুন শ্রমবিধি সম্পর্কে ভি ভি গিরি জাতীয় শ্রম ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারীদের সাম্প্রতিক ধারণা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, কোডগুলি একটি উন্নত ভবিষ্যতের বিষয়ে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়াকে জাগিয়ে তুলেছে। ৬৪ শতাংশ শ্রমিক বিশ্বাস করেছিলেন যে, কোডগুলি বাস্তবায়নের সাথে সাথে আয়ের সুরক্ষা বৃদ্ধি পাবে, নিয়োগকর্তারাও স্থায়ী মেয়াদী কর্মসংস্থান চুক্তি (৬৪%) এবং কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষা (৭৩%)র ক্ষেত্রে একই রকম অনুভূতি রেকর্ড করেছেন। উভয় পক্ষই কোডগুলিকে এমন একটি হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করছে, যা উভয় পক্ষের অভিজ্ঞতাকে উন্নত করেছে।

চারটি শ্রমবিধি ভারতের শ্রম প্রশাসনে একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তনের চিহ্ন। পুরনো আইনগুলিকে একীভূত করে, সামাজিক সুরক্ষা কভারেজ সম্প্রসারণ করে এবং নিয়োগকর্তার নমনীয়তার সাথে শ্রমিক সুরক্ষার ভারসাম্য বজায় রেখে তৈরি করা এই সংস্কারটির লক্ষ্য হল আরও দক্ষ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রবৃদ্ধি-ভিত্তিক শ্রমবাজার তৈরি করা। বিধিগুলি বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে থাকায়, সমস্ত অংশীদারদের খোলা মন এবং দ্রুত পুনরুদ্ধারের মনোভাব নিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। তবে এর চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করবে কোডটির কার্য্যকর বাস্তবায়ন, অংশীদারদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি, সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম মানগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের উপর।

***অধ্যাপক বিজু ভার্ক আইআইএম আহমেদাবাদের অনুষদ সদস্য। ডঃ শৈলজা ত্রিপাঠি গবেষক, ওয়েজইন্ডিকেটর।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এ এআই-কেন্দ্রিক প্যানেল এবং সেশন আয়োজন করবে

নয়াদিল্লী, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬: ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এর এমআইবি প্যাভিলিয়নে প্যানেল, মাস্টারক্লাস এবং প্রযুক্তি প্রদর্শনী থাকবে যা মিডিয়া এবং বিনোদনের উপর এআই-এর রূপান্তরমূলক প্রভাব দেখা যাবে, যার মধ্যে রয়েছে এআই-চালিত প্রোডাকশন কর্মপ্রবাহ, বহুভাষিক ভয়েস প্রযুক্তি, গেমিং ইনোভেশন, কন্টেন্ট মনিটাইজেশন এবং দায়িত্বশীল এআই কাঠামো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইন্টারেক্টিভ এআই মাইক্রো-ড্রামা স্টোরিটেলিং, অ্যাডোবের সাথে অংশীদারিত্বে কথাবতার এআই-জেনেরেটেড শর্ট ফিল্ম এবং শেখর কাপুরের এআই-চালিত গল্প বলার উপর মাস্টারক্লাস, চলচ্চিত্র নির্মাণের বিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক সত্যতা পরীক্ষা করা। সেশনগুলিতে এলটিএম ব্লুভার্স, এডাব্লুএস, গুগল উইথ এভারজেন্ট, সোনি রিসার্চ ইন্ডিয়া, পার্পলটক, ড্যাশভার্স, পকেট এফএম, কুকু এফএম এবং লুমিকাইয়ের উদ্ভাবনগুলি প্রদর্শন করা হবে, জ্ঞানের আদান প্রদান, নীতি সংবাদ এবং দায়িত্বশীল এআই সৃজনশীল পরিষেবাগুলিতে ভারতের নেতৃত্ব প্রচার করা হবে।

৫১টি স্টার্টআপ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উদ্ভাবন প্রদর্শন করবে:

ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট এক্সপো ২০২৬-এ, ভারতের এভিজিসি-এক্সআর এবং মিডিয়া টেক সেক্টরের ৫১টি স্টার্টআপ ওয়েবস ক্রিয়েটরস কর্নারে এআই-চালিত উদ্ভাবন প্রদর্শন করবে। প্ল্যাটফর্মটিতে স্টোরিটেলিং , গেমিং, ভার্চুয়াল প্রোডাকশন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কন্টেন্ট প্রযুক্তি রয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে জিরো-টাচ অটোনোমাস নিউজরুম, বহুভাষিক ডাবিং এবং এআই সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ অবতার সহ ভাষা-ওয়াল, সংবাদ সেতু এবং দ্য ডিরেক্টরস চেয়ারের মতো ইন্টারেক্টিভ অভিজ্ঞতা, একটি এআই পডকাস্ট স্টুডিও, কথোপকথনমূলক হিউম্যানয়েড রোবট এবং ভয়েস ক্লোনিং। ভাষাসেতু এবং কলাসেতু চ্যালেঞ্জ বিজয়ীরা ভারতের সৃজনশীল প্রযুক্তি নেতৃত্ব প্রদর্শন করে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ভাষাগত ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য এআই-চালিত সরঞ্জামগুলিও উপস্থাপন করবেন।

ভারতের এ আই-সক্ষম সৃজনশীল বাস্তুতন্ত্রকে তুলে ধরবে এম আই বি এবং এডোব অংশীদার

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সহযোগিতায় এডোব, ভারত মণ্ডপে ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬ চলাকালীন, ওয়েভস ক্রিয়েটরস কর্নারের এমআইবি প্যাভিলিয়নে এআই-চালিত সৃজনশীল উদ্যোগের একটি সিরিজ উপস্থাপন করবে। সহযোগিতার অংশ হিসেবে, এডোব কথাবতার উপস্থাপন করবে, যা ভারতীয় লোককাহিনী দ্বারা অনুপ্রাণিত পাঁচটি মেড-ইন-ইন্ডিয়া এআই শর্ট ফিল্মের একটি কিউরেটেড প্রদর্শনী। ওয়েভস ক্রিয়েটরস কর্নারের এআই থিয়েটারে সামিট জুড়ে ল্যাঙ্গুয়েজ অফ বার্ডস, মিগোই, উত্তরায়ণ, দ্য বারবারস সিক্রেট এবং ইয়াপ্পাসৌরাস চলচ্চিত্রগুলি প্রদর্শিত হবে। এই প্রদর্শনীতে গল্প বলার এবং সিনেমার শিল্পে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের একটি নতুন প্রজন্মকে তুলে ধরা হবে।

এডোব 'চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ: এআই, সৃজনশীলতা এবং কারুশিল্প' শীর্ষক একটি বিষয়ভিত্তিক অধিবেশনও আয়োজন করবে, যা উদীয়মান এআই চলচ্চিত্র নির্মাণ অনুশীলন এবং বিকশিত সৃজনশীল কর্মপ্রবাহের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এছাড়াও, এডোব দ্বারা পরিচালিত কন্টেন্ট ক্রিয়েশন হাব আধুনিক কন্টেন্ট নির্মাতাদের জন্য ডিজাইন করা এআই-নেতৃত্বাধীন ভিডিও ক্রিয়েশন ওয়ার্কফ্লো প্রদর্শন করবে, যা দ্রুত প্রোডাকশন, বর্ধিত সৃজনশীলতা এবং স্কেলেবল কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট সক্ষম করে এমন সরঞ্জামগুলির অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবে। এই উদ্যোগগুলির মাধ্যমে, এডোব এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক এআই-সক্ষম সৃজনশীলতায় ভারতের ক্রমবর্ধমান নেতৃত্ব প্রদর্শন ও মিডিয়া, বিনোদন ইকোসিস্টেম জুড়ে উদ্ভাবনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য রাখে।

এআই থিয়েটার ভবিষ্যতের সিনেমাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করে

নয়াদিল্লির এআই ইমারসিভ থিয়েটারে ২৭০-ডিগ্রি প্রক্ষেপণ, স্থানিক নকশা এবং এআই-চালিত গল্প বলার মাধ্যমে একটি রূপান্তরমূলক সিনেমাটিক স্থান উপস্থাপন করা হয়েছে যা দর্শকদের সম্পূর্ণরূপে একটি ইন্টারেক্টিভ পরিবেশে ঘিরে রাখে। সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, এটি দর্শকদের সম্পৃক্ততাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য প্রযুক্তি এবং আখ্যানের মিশ্রণ ঘটায়।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনে জাতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং ওয়েভস বাজারের নেতৃত্বে, এই প্রদর্শনীতে কিউরেটেড এআই চলচ্চিত্র, ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সিনেমা এআই হ্যাকাথনের চূড়ান্ত প্রতিযোগী এবং ভারত মণ্ডপে কথাবতার প্রদর্শনী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ভারতকে দায়িত্বশীল এআই-চালিত সিনেমার জগতে এগিয়ে রাখে।

বিআইএস মান লঙ্ঘনকারী খেলনা বিক্রির অভিযোগে স্ন্যাপডিলকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা, সিসিপিএর কড়া পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি: বাধ্যতামূলক 'টয়স (কোয়ালিটি কন্টোল) অর্ডার, ২০২০' এবং নির্ধারিত বিআইএস মান লঙ্ঘন করে খেলনা বিক্রির অভিযোগে ই-কমার্স সংস্থা স্ন্যাপডিল (এস ভেক্টর লিমিটেড)-এর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিল কেন্দ্রীয় ভোক্তা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ (সিসিপিএ)। সংস্থার বিরুদ্ধে অন্যায্য বাণিজ্যচর্চা ও বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের অভিযোগে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ টাকা) জরিমানা আরোপ করা হয়েছে।

সিসিপিএ-র প্রধান কমিশনার নিধি খারে ও কমিশনার অনুপম মিশ্রের নেতৃত্বে জারি হওয়া চূড়ান্ত আদেশে বলা হয়েছে, স্ন্যাপডিল প্ল্যাটফর্মে এমন খেলনা বিক্রি হচ্ছিল যা বাধ্যতামূলক বিআইএস মান পূরণ করেনি। উল্লেখ্য, 'টয়স (কোয়ালিটি কন্টোল) অর্ডার, ২০২০' ১ জানুয়ারি ২০২১ থেকে কার্য্যকর হয়েছে।

সিসিপিএ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিষয়টি আমলে নিয়ে তদন্ত শুরু করে। তদন্তে যে গুরুতর ত্রুটিগুলি ধরা পড়ে, সেগুলি হল, তালিকা থেকে সরানোর দাবি সত্ত্বেও, ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে অ-অনুমোদিত খেলনা পাওয়া গেছে। মাত্র দুই বিক্রেতা স্ট্যালিয়ন ট্রেডিং কোম্পানি ও থ্রিফটকার্টএর মাধ্যমে এই খেলনা বিক্রি করে স্ন্যাপডিল ৪১,০৩২ টাকা ফি আয় করেছে। বহু পণ্যের তালিকায় প্রস্তুতকারকের নাম, ঠিকানা ও বাধ্যতামূলক বিআইএস সার্টিফিকেশন নম্বর অনুপস্থিত ছিল। প্ল্যাটফর্মটি শুধুমাত্র বিক্রেতাদের স্বঘোষণার উপর নির্ভর করেছে, স্বাধীন যাচাই করেনি, যা সিসিপিএ "অপর্যাপ্ত" বলে উল্লেখ করেছে।

স্ন্যাপডিল নিজেদের "মার্কেটপ্লেস ই-কমার্স সত্তা" হিসেবে দাবি করে জানায়, তারা একটি শপিং মলের মতো কাজ করে। কিন্তু সিসিপিএ এই যুক্তি খারিজ করে জানায়, সংস্থাটি লেনদেনে "গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ" প্রয়োগ করে। যেমন তুফান সেল ও দিনের সেরা ডিল-এর মতো প্রচারমূলক বিক্রয় পরিচালনা, সেরা দামে দুর্দান্ত মানের মতো ট্যাগ ব্যবহার, যা অ-বিআইএস পণ্যের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর এবং লজিস্টিক, রিফান্ড ও রিপ্লেসমেন্ট স্কিম নিয়ন্ত্রণ।

কর্তৃপক্ষ জানায়, বর্তমান আইনি কাঠামোতে 'ক্রেতা সাবধান' (সতর্কতামূলক আমদানিকারক) থেকে 'বিক্রেতা সাবধান' (সতর্কতামূলক প্রতিবেদক)-এ পরিবর্তন হয়েছে। ফলে পণ্যের নিরাপত্তা ও মান নিশ্চিত করার দায় বিক্রেতা এবং প্ল্যাটফর্ম উভয়ের উপর বর্তায়। প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো ত্রুটিপূর্ণ পণ্যের জন্য সংস্থাও পরোক্ষভাবে দায়ী থাকবে।

সিসিপিএ জানায়, ভবিষ্যতে শুধুমাত্র বিআইএস-অনুমোদিত খেলনা বিক্রির নিশ্চয়তা চাওয়া হলে স্ন্যাপডিল কোনও স্পষ্ট গ্যারান্টি বা লিখিত অঙ্গীকার দিতে পারেনি। এর আগে সিসিপিএ খেলনা বিক্রিতে কিউসিও ও বিআইএস মান লঙ্ঘনের অভিযোগে আমাজন, ফ্লিপকার্ট এবং স্ন্যাপডিল-সহ একাধিক ই-কমার্স সংস্থা ও বিক্রেতাকে নোটিস জারি করেছিল।

ভোক্তা সুরক্ষা আইন, ২০১৯-এর ধারা ২(১০) অনুযায়ী, কোনও পণ্যের গুণমান, পরিমাণ, বিশুদ্ধতা বা নির্ধারিত মানে ত্রুটি থাকলে তাকে 'ডিফেক্টিভ' বা ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে গণ্য করা হবে। সুতরাং বাধ্যতামূলক মান পূরণ না করা খেলনা আইনত 'ত্রুটিপূর্ণ' পণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। এই ধরনের লঙ্ঘন ভোক্তা সুরক্ষা আইন, ২০১৯ অনুসারে বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন ও অন্যায্য বাণিজ্যচর্চা হিসেবে গণ্য হয়। ই-কমার্স বিধি, ২০২০ অনুযায়ী কোনও ই-কমার্স সংস্থা তাদের প্ল্যাটফর্মে অন্যায্য বাণিজ্যচর্চা গ্রহণ করতে পারে না।

কর্তৃপক্ষ ৫ লক্ষ টাকা জরিমানার পাশাপাশি স্ন্যাপডিলকে নির্দেশ দিয়েছে, ভবিষ্যতে প্ল্যাটফর্মে কোনও অ-বিআইএস মানের খেলনা তালিকাভুক্ত, হোস্ট বা বিজ্ঞাপিত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাহক অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য স্পষ্টভাবে যোগাযোগ নম্বর, ই-মেল ও গ্রিভ্যান্স অফিসারের বিবরণ প্রদর্শন করতে হবে। সিসিপিএ জানিয়েছে, ভোক্তার অধিকার সুরক্ষা, অন্যায্য বাণিজ্যচর্চা রোধ এবং নিরাপদ ও স্বচ্ছ ডিজিটাল বাজারব্যবস্থা নিশ্চিত করতে তারা বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি সমস্ত ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মকে কঠোর যাচাই ও সঠিক তথ্য প্রকাশের আহ্বান জানানো হয়েছে।

গান্ধীনগরে 'মন্থন' বৈঠক গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন গতি আনতে আইনি সংস্কার ও সমবায় সম্প্রসারণে জোর

গান্ধীনগর, ১৬ ফেব্রুয়ারি : "সহকার সে সমৃদ্ধি" দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র ভাবনার আলোকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ-র নেতৃত্বে সমবায় মন্ত্রক গত কয়েক বছরে সমবায় ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও আধুনিক করতে একাধিক বিস্তৃত ও কাঠামোগত সংস্কার কার্য্যক্রম গ্রহণ করেছে। সমবায় সমিতিগুলিকে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থেকে সদস্যকেন্দ্রিক, আয়বর্ধক ও স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ইউনিটে রূপান্তর করার লক্ষ্যেই ১৭ ফেব্রুয়ারি গুজরাটের মহাত্মা মন্দিরে উচ্চপর্যায়ের 'মন্থন' বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন অমিত শাহ।বৈঠকে দেশের সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমবায় মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন। পাশাপাশি অতিরিক্ত মুখ্যসচিব/প্রধান সচিব/সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তারাও অংশ নেবেন। এই প্ল্যাটফর্মে সমবায় মন্ত্রকের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা, রাজ্যগুলির অভিজ্ঞতা ও সেরা চর্চার আদান-প্রদান এবং ভবিষ্যতের জন্য সমন্বিত রূপরেখা প্রণয়ন করা হবে।আলোচ্যসূচিতে থাকবে ২ লক্ষ নতুন বহু-উদ্দেশ্য প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (প্যাক্স), দুগ্ধ ও মৎস্য সমবায় সমিতি গঠনের অগ্রগতি, যার লক্ষ্য গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন গতি সঞ্চার করা। বিশ্বের বৃহত্তম শস্য সংরক্ষণ পরিকল্পনার আওতায় আধুনিক গুদাম নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ নিয়েও আলোচনা হবে, যাতে কৃষকরা উন্নত সংরক্ষণ সুবিধা, মূল্য স্থিতিশীলতা ও বাজারে ভালো প্রবেশাধিকার পান।নবগঠিত জাতীয় স্তরের সমবায় প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ এক্সপোর্টস লিমিটেড (এনসিইএল), ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ অর্গানিকস লিমিটেড (এনসিওএল) এবং ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ অর্গানিকস লিমিটেড (বিবিএসএসএল)এর কার্য্যক্রমে রাজ্যগুলির ভূমিকা, অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা নিয়েও বিশদ আলোচনা হবে। রপ্তানি, জৈব চাষ এবং মানসম্মত বীজ সরবরাহে সমবায় ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করাই এর উদ্দেশ্য।এছাড়া, ৯৭তম সাংবিধানিক সংশোধনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্য সমবায় আইনে সময়বদ্ধ সংস্কার, সমবায় চিনি কলগুলির আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, দুগ্ধ খাতে চক্রাকার অর্থনীতি ও স্থায়িত্বশীলতা প্রচার এবং আমূল ও জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড-এর সহযোগিতায় নতুন দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠন নিয়েও পর্যালোচনা হবে।ডাল ও ভুট্টা উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ, সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সম্মুখীন চ্যালেঞ্জের সমাধান, শেয়ার্ড সার্ভিস এন্টিটি (এসএসই) ও আমব্রেলা কাঠামো শক্তিশালীকরণ, সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও সচেতনতা অভিযান, এবং কার্য্যকর মিডিয়া ও যোগাযোগ কৌশল প্রণয়নও বৈঠকের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পাশাপাশি প্যাক্স ও রেজিস্ট্রার অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ (আরসিএস) দপ্তরের কম্পিউটারাইজেশন, ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেটাবেসের ব্যবহার, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন (এনসিডিসি)-এর বিভিন্ন প্রকল্পের কার্য্যকর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত রাজ্যগুলির প্রত্যাশা নিয়েও আলোচনা হবে।এই 'মন্থন' বৈঠক সমবায় ফেডারেলিজমের চেতনাকে আরও মজবুত করবে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শিব চতুর্দশীর দ্বিতীয় দিন উপলক্ষ্যে আগরতলার শিব মন্দিরে ভক্তদের শিবলিঙ্গের ওপর জল অর্পণ এর প্রার্থনা করছেন। ছবি নিজস্ব।

বিকাশ' ইস্যুতেই রাজস্থানে পুরসভা ভোটে লড়বে বিজেপি, জানালেন মদন রাঠোর

জয়পুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): রাজস্থান হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে নির্ধারিত সময়েই রাজ্যে পুরসভা নির্বাচন হবে এবং 'বিকাশ' বা উন্নয়নই হবে প্রধান ইস্যু এমনটাই জানালেন রাজস্থান বিজেপি সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ মদন রাঠোর। আইএএনএস-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ভোটাররা শান্তি, কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নয়ন চান। "মানুষ মর্য্যাদাপূর্ণ জীবনের জন্য স্থিতিশীল পরিবেশ চায়। বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজস্থান সরকার সেই প্রতিশ্রুতিতেই অঙ্গীকারবদ্ধ," বলেন তিনি।

'রাইজিং রাজস্থান ইনভেস্টমেন্ট সামিট' নিয়ে কংগ্রেসের সমালোচনার জবাবে রাঠোর বলেন, পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারে অভ্যন্তরীণ 'টানাপোড়েন'-এর জেরে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল, যার ফলে বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমে যায়। "অনিশ্চিত পরিবেশে কেউ বিনিয়োগ করতে চায় না। এখন কেন্দ্র ও রাজ্যে স্থিতিশীল ডাবল ইঞ্জিন সরকার থাকায় বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরেছে," দাবি তাঁর।

রাঠোর জানান, রাজস্থানে ইতিমধ্যেই ৩১ লক্ষ কোটি টাকার সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ৮ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

সম্প্রতি ঘোষিত রাজ্য বাজেট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা-র বাজেটে কৃষকদের জন্য একাধিক কল্যাণমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। খেতের বেড়া (তারবন্দি), কৃষিযন্ত্র কেনায় সহায়তা এবং সুদমুক্ত ঋণের মতো প্রকল্পের উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি জানান, কেন্দ্রের ভারতমালা পরিযোজনা প্রকল্পের অধীনে সড়ক পরিকাঠামো উন্নত হচ্ছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নতি, দিনে জল সরবরাহ, চিকিৎসা পরিষেবা শক্তিশালীকরণ এবং যুবকদের কর্মসংস্থানের বিষয়েও সরকার কাজ করছে বলে দাবি করেন রাঠোর।

তাঁর কথায়, "রাজ্যে প্রায় এক লক্ষ চাকরি দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। দারিদ্র্য হ্রাসে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আবাসন ক্ষেত্রে বিশ্বমানের পরিষেবা দেওয়াই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য বলে জানান বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তাঁর দাবি, স্লোগানের বদলে তৃণমূল স্তরে উন্নয়নের কার্যকর বাস্তবায়নেই জোর দিচ্ছে সরকার।

দেশজুড়ে বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা (এসআইআর) প্রসঙ্গে রাঠোর বলেন, "ভোট দেওয়া প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার। এসআইআর নিশ্চিত করবে যে বৈধ ভোটাররাই দেশের নেতৃত্ব নির্ধারণ করবেন।" তিনি জানান, এটি কোনও রাজনৈতিক দলের লাভ-ক্ষতির বিষয় নয়।

পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজস্থানের বিজেপি নেতাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও জানান রাঠোর। তাঁর বক্তব্য, "বিজেপির কাছে দেশই প্রথম। যেখানে নির্বাচন হয়, সেখানেই আমাদের কর্মীরা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন।"

টিপু সুলতানের প্রতিকৃতি বিতর্কে সরব আবু আজমি, বললেন 'মুজাহিদ-এ-আজাদি' যিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন

মুম্বই, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): মালেগাঁও ডেপুটি মেয়রের দপ্তরে টিপু সুলতানের প্রতিকৃতি টাঙানোকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হল। মহারাষ্ট্র সমাজবাদী পার্টির প্রধান আবু আজমি সোমবার টিপু সুলতানকে 'মুজাহিদ-এ-আজাদি' আখ্যা দিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার পক্ষে সওয়াল করেন।

বিতর্কের সূত্রপাত হয় যখন শিবসেনা-র একনাথ শিন্দে গোষ্ঠীর কর্মীরা মালেগাঁও পুরনিগমে ঢুকে ডেপুটি মেয়র শান-এ-হিন্দের দপ্তর থেকে টিপু সুলতানের প্রতিকৃতি অবিলম্বে সরানোর দাবি জানান। জানা গিয়েছে, দায়িত্ব গ্রহণের সময় সহ-কর্পোরেটররা ওই ছবি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। তবে শিবসেনা কাউন্সিলর ও বিজেপি ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীগুলি আপত্তি তোলে। প্রতিবাদের জেরে শেষ পর্যন্ত প্রতিকৃতিটি সরিয়ে নেওয়া হয়।

এদিকে মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হর্ষবর্ধন সাপক্যাল-এর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। অভিযোগ, তিনি টিপু সুলতানের সঙ্গে মারাঠা শাসক ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ-এর তুলনা করেছিলেন।

বিতর্কের প্রেক্ষিতে আবু আজমি বলেন, "দেশের একটি সংবিধান আছে। সংবিধানের বইয়ে রানি লক্ষ্মীবাই ও টিপু সুলতানের ছবি রয়েছে। ইতিহাসে লেখা আছে তিনি মন্দিরে অনুদান দিয়েছিলেন শৃঙ্গেরি শারদা পীঠ ও রঙ্গনাথস্বামী মন্দিরে দানের নথি রয়েছে। দেশের সুরক্ষায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যেভাবে লড়েছিলেন, ইতিহাস থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলা যাবে না।"

মন্দির ভাঙার অভিযোগ প্রসঙ্গে আজমি প্রশ্ন তোলেন, "যে কোনও মন্দির বা মসজিদ ভাঙার আমি নিন্দা করি। কিন্তু টিপু সুলতানকে নিয়ে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।"

তিনি আরও বলেন, "টিপু সুলতান একজন সাহসী সৈনিক ছিলেন, স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন। মালেগাঁওয়ের ডেপুটি মেয়র তাঁর দপ্তরে ছবি রাখলে সমস্যা কোথায়?" তাঁর দাবি, ইতিহাসের নামে হিন্দু-মুসলিম বিভাজন তৈরির চেষ্টা হচ্ছে।

অন্যদিকে, বিরোধীরা টিপু সুলতানকে ঘিরে বিতর্কিত অতীতের প্রসঙ্গ তুলে কড়া সমালোচনা করেছে। তবে আবু আজমি বলেন, "আমি তখন জন্মাইনি। আমি ইতিহাসের বই ও সংবিধানে যা লেখা আছে তাই জানি। তিনি ব্রিটিশদের জন্য কঠোর ছিলেন, দেশের জন্য নয়।'বিতর্ক ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা অব্যাহত।

আগাম মুক্তি নিয়ে আবেদন খারিজ আবু সেলেমকে বম্বে হাইকোর্টে যাওয়ার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ১৯৯৩ সালের মুম্বই সিরিয়াল বিস্ফোরণ মামলার দোষী আবু সেলেম-এর আগাম মুক্তির আবেদন সোমবার খারিজ করল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। তবে আবেদনটি প্রত্যাহারের অনুমতি দিয়ে তাঁকে বম্বে হাইকোর্টে যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতা-র বেঞ্চ জানায়, আবেদনকারী চাইলে হাইকোর্টে দ্রুত শুনানির আবেদন জানাতে পারেন। আবু সেলেমের আইনজীবী, প্রবীণ অ্যাডভোকেট ঋষি মালহোত্রা বিশেষ অনুমতি আবেদন (এসএলপি) প্রত্যাহারের আর্জি জানানোর পর আদালত তা মঞ্জুর করে।

আদালতের নির্দেশে বলা হয়, "আবেদনটি প্রত্যাহার করা হল, আবেদনকারী হাইকোর্টে দ্রুত শুনানির জন্য যেতে স্বাধীন।"

টাডা আইনে দোষী সাব্যস্ত আবু সেলেম দাবি করেন, ভারত-পর্তুগাল প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী ২৫ বছর কারাবাস সম্পূর্ণ হলে তাঁর মুক্তি পাওয়ার কথা। তিনি আরও দাবি করেন, ভাল আচরণের জন্য প্রাপ্ত ৩ বছর ১৬ দিনের রেমিশনও ২৫ বছরের মেয়াদ গণনায় যুক্ত করা উচিত।

এর আগে বম্বে হাইকোর্ট ৭ জুলাই ২০২৫-এ এক আদেশে প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে যে, প্রাক-বিচার আটক-সহ ২৫ বছরের মেয়াদ এখনও পূর্ণ হয়নি এবং অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি দিতে অস্বীকার করে।

সুপ্রিম কোর্টে ঋষি মালহোত্রা যুক্তি দেন, ২০২২ সালের জুলাই মাসের এক রায়ে ১২ অক্টোবর ২০০৫-কে আটক শুরুর তারিখ হিসেবে ধরা হয়েছে। সেই হিসাবে তাঁর মক্কেল ২৫ বছরের মেয়াদ পেরিয়ে গিয়েছেন এবং এটি "অবৈধ হেফাজত"-এর শামিল। তবে শীর্ষ আদালত জানায়, বিষয়টি মূলত হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে যুক্ত, তাই উপযুক্ত আবেদন নিয়ে সেখানেই যেতে হবে।

মহারাষ্ট্র সরকার অবশ্য দাবি করেছে, আবু সেলেম এখনও ২৫ বছর কারাবাস সম্পূর্ণ করেননি। কারা ও সংশোধন পরিষেবা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল বম্বে হাইকোর্টে জানান, ৩১ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত তিনি ১৯ বছর ৫ মাস ১৮ দিন সাজাভোগ করেছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের মুম্বই সিরিয়াল বিস্ফোরণে ২৫৭ জন নিহত ও ১,৪০০-র বেশি মানুষ আহত হন। প্রত্যর্পণ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আবু সেলেমের মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে ২৫ বছরের কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

রমজানকে ঘিরে ঢাকায় গ্যাস সংকট ও নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতিতে চরম উদ্বেগ

ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): রমজান মাস আসন্ন। তার আগেই হঠাৎ পাইপলাইনের গ্যাস সংকটে বাংলাদেশে, বিশেষত রাজধানী ঢাকায়, বহু পরিবার চরম উদ্বেগে পড়েছে। একই সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধিও নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে খবর।

পুরান ঢাকার বাসিন্দা রাহেলা বেগম জানান, গ্যাস সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় তাঁর দৈনন্দিন রান্নাবান্না ব্যাহত হচ্ছে। তিনি বলেন, "ছেলের জন্য দুপুরের রান্না করতে গিয়ে দেখি চুলায় গ্যাস নেই। সারাদিন গ্যাস আসেনি। বাধ্য হয়ে হোটেল থেকে খাবার কিনতে হয়েছে। রমজানে যদি এই সমস্যা চলতে থাকে, কী হবে বুঝতে পারছি না।"

শান্তিনগরের আর এক বাসিন্দা কোহিনুর বেগমও একই সমস্যার মুখে পড়েছেন। তাঁর অভিযোগ, অত্যন্ত কম গ্যাসের চাপের কারণে রান্না করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। রমজানের আগে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে কি না, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে বলে জানান তিনি।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকার হাজার হাজার পরিবার এই গ্যাস সংকটের অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছে। এরই মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় একাধিক পণ্যের দাম নতুন করে বেড়ে যাওয়ায় দুর্ভোগ আরও বেড়েছে।

কলাবাগানের বাসিন্দা আনিসুর রহমান বলেন, "শুধু গ্যাস সংকট নয়, নিত্যপণ্যের দামও বাড়ছে। রমজানের আগে এই পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের জন্য বড় চিন্তার কারণ।"

এদিকে গত মাসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দাবি করেছে, সারা দেশে যে গ্যাস সংকট তৈরি হয়েছে, তা মুহাম্মদ ইউনুস-নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের অব্যবস্থাপনার ফল। দলের অভিযোগ, এটি হঠাৎ করে তৈরি হওয়া সঙ্কট নয়, বরং শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতার স্পষ্ট উদাহরণ।

আওয়ামী লীগের বক্তব্য, "বাংলাদেশ অতীতে বৈশ্বিক জ্বালানি সঙ্কটের আরও কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে। কিন্তু এখন গ্রাহকেরা দাম দিতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও গ্যাসের অভাব দেখা দিচ্ছে, এলপিজি সিলিন্ডার বাজারে উধাও হয়ে যাচ্ছে, সরবরাহ ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল এগুলি কেবল ঘাটতির লক্ষণ নয়, প্রশাসনিক অচলাবস্থার প্রমাণ।"

'দাঙ্গার সংস্কৃতি'র জায়গায় 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উত্তরপ্রদেশে: যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ২০১৭ সালের পর থেকে উত্তরপ্রদেশে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে এবং 'দাঙ্গা ও অরাজকতা'র ভাবমূর্তি ঝেড়ে ফেলে রাজ্য এখন 'প্রযুক্তি, আস্থা ও রূপান্তর'-এর রাজ্যে পরিণত হয়েছে সোমবার বিধান পরিষদে এমনই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনার জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের কড়া সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যপালের ভাষণের সময় বিরোধীদের আচরণ সাংবিধানিক পরম্পরার প্রতি অসম্মান এবং তা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে।

যোগী দাবি করেন, একসময় যে রাজ্য 'কারফিউ ও দাঙ্গা'র জন্য পরিচিত ছিল, সেখানে এখন 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর কথায়, "উত্তরপ্রদেশ 'ফিয়ার জোন' থেকে 'ফেইথ জোন'-এ রূপান্তরিত হয়েছে।"

মহাশিবরাত্রিতে ত্রিবেণী স্নানে ৪০ লক্ষেরও বেশি ভক্তের অংশগ্রহণকে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। জানান, রাজ্যে ৪৪ হাজারের বেশি মহিলা পুলিশকর্মী নিয়োগ হয়েছে এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিকাঠামো জোরদার করা হয়েছে।

একসময় 'বিমারু' রাজ্য হিসেবে পরিচিত উত্তরপ্রদেশ এখন জাতীয় জিডিপিতে ৯.৫ শতাংশ অবদান রাখছে এবং মাথাপিছু আয় তিনগুণ বেড়েছে বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। গত সাড়ে আট বছরে নতুন কোনও কর আরোপ করা হয়নি, কর ফাঁকি রোধ করা হয়েছে এবং রাজ্য এখন রাজস্ব উদ্বৃত্ত এমন মন্তব্যও করেন তিনি।

শিল্পোন্নয়নের প্রসঙ্গে যোগী জানান, ২০১৭ সালের আগে যেখানে কারখানার সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪ হাজার, এখন তা বেড়ে ৩১ হাজারের বেশি হয়েছে। 'ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট' প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় উৎপাদকদের বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এবং ৯৬ লক্ষ এমএসএমই ইউনিটে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। কারিগরদের সম্মান না করলে সমাজবাদী পার্টির মতো দলের পরিণতি ভোগ করতে হয় বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

কৃষি ক্ষেত্রে ২০১৭ সালের আগে সুসংহত নীতি ছিল না বলে দাবি করে যোগী বলেন, এখন উৎপাদন খরচ কমেছে ও উৎপাদন বেড়েছে। সরাসরি উপভোক্তা হস্তান্তর (ডিবিটি)-র মাধ্যমে কৃষকদের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি-র আওতায় উত্তরপ্রদেশে ৯৫ হাজার কোটি টাকার বেশি বিতরণ হয়েছে। আখচাষিদের ৩.০৬ লক্ষ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং রাজ্যে ৭,৭২৭টি গোশালা চালু রয়েছে বলেও জানান তিনি।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে 'ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, ওয়ান মেডিক্যাল কলেজ' উদ্যোগের অগ্রগতি এবং ফরেনসিক পরিকাঠামোর সম্প্রসারণের কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। আগে যেখানে দুটি ফরেনসিক ল্যাব ছিল, এখন সেখানে ১২টি এ-গ্রেড ল্যাব রয়েছে এবং আরও ছয়টি নির্মীয়মাণ।

জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে নিজের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় গানের প্রতি সম্মান বাধ্যতামূলক এবং 'বন্দে মাতরম'-এর বিরোধিতা বরদাস্ত করা হবে না।

হামপি গণধর্ষণ-খুন মামলায় তিন দোষীর ফাঁসির আদেশ, 'বিরলতমের মধ্যে বিরল' মন্তব্য আদালতের

বেঙ্গালুরু, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): কর্ণাটকের কোপ্পল জেলার গঙ্গাবতীর প্রথম অতিরিক্ত জেলা ও সেশনস আদালত সোমবার হামপি গণধর্ষণ-খুন মামলায় তিন দোষীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল। গত বছর সানাপুরা লেকের কাছে এক ইজরায়েলি পর্যটক ও এক ভারতীয় মহিলাকে গণধর্ষণ এবং এক পুরুষ পর্যটককে খুনের ঘটনায় এই সাজা ঘোষণা করা হয়। ঘটনাস্থলটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হামপি-র নিকটবর্তী।

প্রথম অতিরিক্ত জেলা ও সেশনস আদালতের বিচারক সদানন্দ নাগাপ্পা নায়ক দোষী মল্লেশ ওরফে হান্ডি মল্লেশ, সাই ও শরনাপ্পাকে ফাঁসির সাজা ঘোষণা করেন। গত সপ্তাহেই আদালত তিন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল এবং শাস্তির পরিমাণ সংরক্ষিত রেখেছিল।

রায়ে আদালত পর্যবেক্ষণ করে, অপরাধটি 'বিরলতমের মধ্যে বিরল' শ্রেণিভুক্ত। মাত্র ১১ মাসের মধ্যে রায় ঘোষণাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ঘটনাটি ৬ মার্চ ২০২৫ তারিখে সানাপুরা লেক ও তুঙ্গভদ্রা খালের কাছে ঘটে। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ এক ভারতীয় হোমস্টে-মালিক তাঁর অতিথিদের মহারাষ্ট্রের পঙ্কজ, ওড়িশার বিবাস, এক মার্কিন পর্যটক ড্যানিয়েল এবং এক ইজরায়েলি মহিলাকে তারামণ্ডল দেখাতে নিয়ে যান।

সরকারি কেঁসুলি নাগালক্ষ্মীর বক্তব্য অনুযায়ী, অভিযুক্তরা মোটরসাইকেলে এসে পর্যটকদের সঙ্গে টাকার বিষয় নিয়ে বচসায় জড়ায়। এরপর তারা তিন পুরুষ পর্যটককে খালে ঠেলে ফেলে এবং পাথর ছুড়ে পালাতে বাধা দেয়। খাল থেকে উঠতে না পেরে এক পর্যটকের মৃত্যু হয়। এরপর ভারতীয় হোমস্টে-মালিক ও ইজরায়েলি পর্যটককে যৌন নির্যাতন করা হয়।গঙ্গাবতী গ্রামীণ থানায় মামলা দায়েরের পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে চার্জশিট দাখিল করে।ঘটনাটি দেশজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং হামপি-সহ জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা কমে যায়। বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি কর্ণাটকের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারকে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির জন্য দায়ী করে কড়া সমালোচনা করেছিল।বিরোধী দলনেতা আর. অশোকা দাবি করেন, "এই ঘটনা হামপির মতো আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্রের উপর স্থায়ী কালিমা এঁকে দিয়েছে। বিদেশি পর্যটকদের আস্থা ফিরতে বহু বছর সময় লাগবে।"

গুজরাট বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত পূর্ণেশ মোদি বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনেই ভোটাভুটি

গান্ধীনগর, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): গুজরাট বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনেই উপাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হলেন সুরাট পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেশ মোদি।তাঁর প্রার্থীপদ প্রস্তাব করেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা জিতু ভাগানী। অন্যদিকে, কংগ্রেস এই পদের জন্য প্রার্থী করে বিধায়ক শৈলেশ পরমার-কে। তাঁর নাম প্রস্তাব করেন কংগ্রেস বিধায়ক দিনেশ ঠাকোর।বিধানসভায় কণ্ঠভোটে পূর্ণেশ মোদির পক্ষে আনা প্রস্তাব গৃহীত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিজেপি স্পষ্ট ব্যবধানে জয়ী হয়। পরে বিধানসভার স্পিকার শঙ্কর চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ণেশ মোদির নির্বাচনের ঘোষণা করেন।এরপর গুজরাটের সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী ঋষিকেশ পটেল তাঁকে বিরোধী দলনেতার পাশের আসনে নিয়ে যান। শোকপ্রস্তাব গ্রহণের পরই উপাধ্যক্ষ নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে কংগ্রেস বিধায়ক শৈলেশ পরমার বলেন, সংসদীয় রীতি অনুযায়ী উপাধ্যক্ষ পদ বিরোধী দলের সদস্যকে দেওয়া উচিত। তাঁর অভিযোগ, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিজেপি প্রচলিত রীতি ভেঙে এই পদ দখল করেছে। পাশাপাশি, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিসহ গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলিতে বিরোধীদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব না থাকার অভিযোগও তোলেন তিনি।

নির্বাচিত হওয়ার পর পূর্ণেশ মোদি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সভাপতি নিতীন নবীন, বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বি. এল. সন্তোষ, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পটেল এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি জগদীশ বিশ্বকর্মা-র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

তিনি বলেন, "দল আমার উপর আস্থা রেখে এই সাংবিধানিক পদে লড়ার সুযোগ দিয়েছে।" ঘোষণার পর ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যরা তাঁর সমর্থনে স্লোগান তোলেন।এদিকে, আম আদমি পার্টি (আপ) এই নির্বাচনে বিজেপি বা কংগ্রেস কোনও পক্ষকেই সমর্থন করেনি। দেদিয়াপাড়া থেকে আপ বিধায়ক চৈতর বাসাভা জানান, ফলাফল আগেই স্পষ্ট ছিল এবং কংগ্রেসের সম্ভাব্য ক্রস-ভোটিংয়ের প্রভাব এড়াতেই তাঁরা ভোটপ্রক্রিয়ায় অংশ নেননি।এর আগে সোমবার অধিবেশনের শুরুতে রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত প্রথামাফিক ভাষণ দেন। তবে তাঁর ভাষণ চলাকালীন কংগ্রেস বিধায়করা কৃষিঋণ মকুব, সরকারি দফতরে আউটসোর্সিং বন্ধ, স্থায়ী নিয়োগ এবং অবৈধ মদ ও মাদক বিক্রি রোধের দাবিতে স্লোগান তোলেন।

আইপিএফটির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আইপিএফটি যুবাদের সমাবেশ। ছবি নিজস্ব।

রাজস্থানের ভিওয়াড়িতে কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, মৃত ৭ শোকপ্রকাশ উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

জয়পুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): রাজস্থানের ভিওয়াড়ির খুশখেড়া শিল্পাঞ্চলের একটি রাসায়নিক উৎপাদনকারী কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আরও দু'জন কারখানার ভিতরে আটকে পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার সময় প্রায় ২৫ জন শ্রমিক কারখানায় উপস্থিত ছিলেন।

উপরাষ্ট্রপতি এক্স-এ পোস্ট করে বলেন, "রাজস্থানের ভিওয়াড়িতে মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।"

প্রধানমন্ত্রীর দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীও ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, "ভিওয়াড়ির অগ্নিকাণ্ড অত্যন্ত দুঃখজনক। যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি।"

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "ভিওয়াড়ির খুশখেড়া শিল্পাঞ্চলের একটি কারখানায় আগুনে

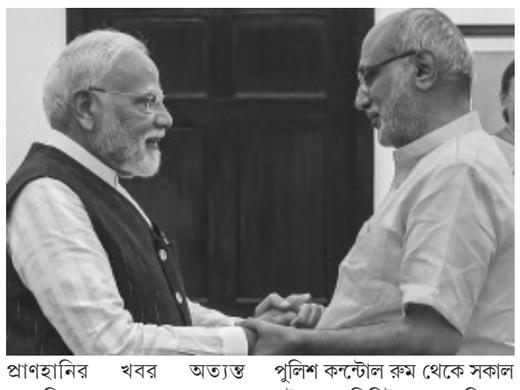

প্রাণহানির খবর অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। জেলা প্রশাসনকে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা প্রার্থনা করছি।"

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সকাল প্রায় ৯টা ৩০ মিনিট নাগাদ খুশখেড়া করৌলি শিল্পাঞ্চলের জি-১-১১৮ বি নম্বর প্লটে অবস্থিত একটি বেসরকারি শিল্প ইউনিটে হঠাৎ আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন কারখানার বড় অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে সকাল ৯টা ২২ মিনিট নাগাদ রিকো দমকল বিভাগে খবর পৌঁছায়। সঙ্গে সঙ্গে খুশখেড়া ও ভিওয়াড়ি দমকল কেন্দ্র থেকে একাধিক দমকল ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুমিতা মিশ্রা জানান, নিয়মিত টহলদারির সময় পুলিশ প্রথম ঘটনাটি লক্ষ্য করে। খবর নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ধারকাজ শুরু হয়। পুলিশ, দমকল, চিকিৎসক দল ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে ফেলে ত্রাণকাজ চালান।

আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে কয়েকটি দেহ পুড়ে অচেনা অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তিজারা উপ-পুলিশ সুপার শিবরাজ সিং প্রাথমিক তদন্তের তদারকি করছেন। জেলা পুলিশ সুপার ও এডিএম-সহ শীর্ষ আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

ঘটনার কারণ নির্ধারণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না তা খতিয়ে দেখতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা শিল্পাঞ্চলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা মানদণ্ড নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

সোমবার কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বেঙ্গালুরুতে ডিআরডিও'র গ্যাস টারবাইন গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের জয়, 'দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার ফল' প্রশংসায় রাজনৈতিক নেতারা

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): আইসিসি পুরুষদের টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬-এ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৬১ রানের জয়ের পর সোমবার ভারতীয় ক্রিকেট দলকে অভিনন্দনে ভরিয়ে দিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। তাঁদের বক্তব্য, ভারতীয় দল যখনই মাঠে নামে, সাহস, দৃঢ়তা ও সর্বোচ্চ নিষ্ঠা নিয়েই খেলে এবং দেশকে গর্বিত করে।

রবিবার কলম্বোর আর. প্রেমাদাস স্টেডিয়াম-এ গ্রুপ 'এ'-র হাইভোল্টেজ ম্যাচে পাকিস্তানকে ৬১ রানে হারিয়ে সুপার এইটে জায়গা নিশ্চিত করে ভারত। প্রথমে ব্যাট করে ভারত ১৭৬ রানের লক্ষ্য দেয়। জবাবে পাকিস্তান ১৮ ওভারে ১১৪ রানে অলআউট হয়ে যায়।

ম্যাচে ঝোড়ো ৭৭ রানের ইনিংস খেলেন ইশান কিশান, যা জয়ের ভিত গড়ে দেয়। তাঁর পারফরম্যান্স বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় কুমার ঝা বলেন, "বিশেষ করে বিহারের ইশান কিশানকে শুভেচ্ছা জানাই। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ সব সময়ই রোমাঞ্চকর হয়। দলের পারফরম্যান্স প্রশংসার যোগ্য।"

বিহারের মন্ত্রী মঙ্গল পাণ্ডে বলেন, "ভারত পাকিস্তানকে হারিয়েছে, সেটাই সবচেয়ে বড় আনন্দের। বিহারের ছেলে ইশান কিশান অসাধারণ খেলেছে। ওকে মাঠে উজ্জ্বল হতে দেখে খুব গর্ব ও আনন্দ অনুভব করেছি।"

বিজেপি বিধায়ক রাম কদম বলেন, "আমাদের ক্রিকেট দল সব প্রশংসার দাবিদার। যখনই ম্যাচ হয়, ভারতীয় দল সাহস, দৃঢ়তা ও সর্বোচ্চ নিষ্ঠা নিয়ে খেলে। বিশেষ করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ হলে গোটা দেশ তা দেখে। ভারতীয় সেনা যেমন সীমান্তে জবাব দেয়, তেমনই ক্রিকেটাররাও মাঠে জবাব দিয়েছে। তাঁদের অভিনন্দন জানাই।"বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র আর. পি. সিং বলেন, "পাকিস্তান আবারও অপ্রস্তুত ও বিব্রত। আমাদের সেনা যেমন যোগ্য জবাব দেয়, তেমনই খেলোয়াড়রাও জবাব দিয়েছে।" আরজেডি বিধায়ক ভাই বীরেন্দ্র বলেন, "ভারত পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে এবং ভবিষ্যতেও আধিপত্য বজায় রাখবে।"

উল্লেখ্য, গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত এ বারও শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের অবস্থান মজবুত করল। ইশান কিশানের ব্যাটিং এবং বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একতরফা জয় নিশ্চিত করে।

বাংলায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন : আবাসন ঋণ অনুমোদনপত্র বৈধ পরিচয়পত্র নয়, জানাল নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে চলমান বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় আবাসন প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার অনুমোদনপত্রকে বৈধ পরিচয়পত্র হিসেবে গণ্য করা যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিল ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)।

এই বিষয়ে নয়াদিল্লিতে কমিশনের সদর দফতর থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতরে চিঠিও পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

কমিশন সূত্রে খবর, যে সব আবাসন প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার অনুমোদনপত্র বৈধ পরিচয়পত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না, তার মধ্যে রয়েছে ইন্দিরা আবাস যোজনা (আইএওয়াই), প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (পিএমএওয়াই) এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্প।

কমিশনের এই সিদ্ধান্ত ঘিরে কিছুটা বিভ্রান্তি তৈরি হয়। কারণ, ইসিআই নির্ধারিত ১৩টি বৈধ পরিচয়পত্রের তালিকায় "সরকারের তরফে প্রদত্ত যে কোনও জমি/বাড়ি বরাদ্দের শংসাপত্র" অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তবে সিইও দফতরের এক আধিকারিক জানান, "সরকারি জমি বা বাড়ি বরাদ্দের শংসাপত্র" এবং "কেন্দ্র বা রাজ্যের আবাসন আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের অনুমোদনপত্র"এই দুটির মধ্যে আইনি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে।

তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, জমি বা বাড়ি বরাদ্দের শংসাপত্রে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে কোন জমি বা কোন বাড়ি সংশ্লিষ্ট ভোটারকে বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু আবাসন প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার অনুমোদনপত্রে কেবল আর্থিক অনুদানের বিষয়টি উল্লেখ থাকে, নির্দিষ্ট জমি বা বাড়ির মালিকানা বা বরাদ্দের তথ্য থাকে না।

"দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভোটার আর্থিক সহায়তা পান এবং সেই অর্থ দিয়ে নিজ উদ্যোগে বাড়ি নির্মাণ বা ক্রয় করেন। কিন্তু পিএমএওয়াই/আইএওয়াই/বাংলার বাড়ি প্রকল্পের অনুমোদনপত্রে নির্দিষ্ট জমি বা বাড়ি চিহ্নিত করা থাকে না। তাই এগুলিকে জমি বা বাড়ি বরাদ্দের শংসাপত্রের সমতুল্য ধরা যায় না," বলেন ওই আধিকারিক।

তিনি আরও জানান, খসড়া ভোটার তালিকা নিয়ে দাবি ও আপত্তি শোনার পর্বের শুরুতেই কমিশন এই পার্থক্য স্পষ্ট করেছিল। তবুও কয়েকজন নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক (ইআরও) এবং সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক (এএইআরও) শুনানি চলাকালীন এই ধরনের আর্থিক সহায়তার অনুমোদনপত্রকে বৈধ পরিচয়পত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

কমিশন চাইলে সংশ্লিষ্ট ইআরও এবং এএইআরওদের কাছে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা তলব করতে পারে বলেও সিইও দফতর সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে।

বিজাপুরে আইইডি উদ্ধার, মাওবাদী স্মারক ভাঙল নিরাপত্তা বাহিনী

রায়পুর/বিজাপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় সোমবার সমন্বিত সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। একাধিক থানার এলাকায় তল্লাশি ও এলাকা দখল (এরিয়া ডমিনেশন) অভিযানে বিপুল পরিমাণ আইইডি, বিস্ফোরক ও মাওবাদী সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি জঙ্গিদের তৈরি একাধিক অবৈধ স্মারকও ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ)-এর বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন উসুর থানার তাডপালা বেস অঞ্চলে তল্লাশি চালিয়ে দুটি আইইডি উদ্ধার করে। তাডপালা বেসের দক্ষিণে একটি নালার ধারে ওই বিস্ফোরকগুলি পুঁতে রাখা হয়েছিল।এর মধ্যে একটি বিয়ার বোতলের ভিতরে লুকোনো ছিল এবং অন্যটি ছিল বিএজিএল (ব্যারেল গ্রেনেড লঞ্চার) কাঠামোর মধ্যে।

অভিযান চালিয়ে বাহিনী মাটির নীচে লুকোনো মাওবাদীদের একটি গোপন মজুতঘরও খুঁজে পায়। সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪০টি বিএজিএল অংশ, ৩৫টি বিএজিএল রাউন্ড, ৯০টি ব্যাটারি, নির্দেশিত আইইডি তৈরির জন্য সাতটি লোহার পাইপ, দেশি গ্রেনেড তৈরির সরঞ্জাম, লোহার প্লেট, ল্যাথ মেশিনের যন্ত্রাংশ, লোহার কাটার ব্লেড, প্লাস্টিক ড্রাম, স্টিল ট্রাঙ্ক, জল পাম্প, সাবান, ডিটারজেন্ট, ম্যাগাজিন পাউচ-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী।

এদিকে ভোপালপটনম থানার অন্তর্গত কন্ডাপাডণ্ড এলাকায় যৌথ বাহিনী ডিমাইনিং অভিযান চালিয়ে আরও চারটি বিয়ার বোতল আইইডি উদ্ধার করে। নির্দিষ্ট নিরাপত্তা বিধি মেনে সেগুলি ঘটনাস্থলেই নিষ্ক্রিয় করা হয়। উদ্ধার হওয়া সব আইইডিই তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।অন্যদিকে, উসুর এলাকায় টহলদারির সময় সিআরপিএফ বাহিনী কামলাপুর জঙ্গলে মাওবাদীদের নির্মিত একটি অবৈধ স্মারক ভেঙে দেয়। একইভাবে গঙ্গালুর থানার কোরচোলি এলাকায় আরেকটি মাওবাদী স্মারক গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

নিরাপত্তা বাহিনীর দাবি, নিহত ক্যাডারদের স্মরণে এবং স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই ধরনের স্মারক নির্মাণ করা হয়। সেগুলি ভেঙে দিয়ে মাওবাদীদের প্রতীকী প্রভাব ও নিয়োগ কার্যক্রমে আঘাত হানাই মূল লক্ষ্য।উল্লেখ্য, বাস্তার ডিভিশনের অন্তর্গত বিজাপুর দীর্ঘদিন ধরেই মাওবাদীদের ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত। ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে বাম চরমপন্থা নির্মূলের সরকারি লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিরাপত্তা বাহিনী লজিস্টিক নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়া, বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করা এবং প্রচারমূলক কাঠামো ধ্বংসে জোর দিচ্ছে।

পাকিস্তানে ক্যান্সারে আক্রান্ত শিশুদের ৩০ শতাংশেরও কম বাঁচে: বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগ

ইসলামাবাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): পাকিস্তানে প্রতিবছর প্রায় ১০ হাজার শিশু ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। কিন্তু দেরিতে রোগ নির্ণয়, সীমিত চিকিৎসা পরিকাঠামো এবং আর্থিক সমস্যার কারণে আক্রান্তদের ৩০ শতাংশেরও কম শিশু বেঁচে থাকে বলে এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে জানালেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। সোমবার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।

রবিবার 'হেলথ ওয়াইজ' শীর্ষক শিশু ক্যান্সার বিষয়ক এক আলোচনাসভায় বিশেষজ্ঞরা জানান, বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর প্রায় চার লক্ষ শিশু ও কিশোর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রই নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইন্দাস হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য নেটওয়ার্ক। বিষয়টি প্রকাশ করেছে পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যম।

বিশেষজ্ঞদের মতে, উন্নত দেশগুলিতে শিশু ক্যান্সার রোগীদের বেঁচে থাকার হার ৮০-৮৫ শতাংশের মধ্যে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দেরিতে রোগ ধরা পড়া এবং বিশেষায়িত চিকিৎসার অভাবের কারণে এই হার অনেক কম।

শিশু রক্তরোগ ও ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডা. নঈম জাব্বার বলেন, সময়মতো চিকিৎসা পেলে অধিকাংশ শিশু ক্যান্সার নিরাময়যোগ্য। তাঁর কথায়, "প্রাপ্তবয়স্কদের ক্যান্সারের মতো শিশুদের ক্যান্সারের নির্দিষ্ট কারণ সাধারণত স্পষ্ট নয় এবং জীবনযাত্রার সঙ্গে এর সরাসরি যোগ নেই। সঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা শুরু হলে নিরাময়ের হার ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।"

তবে পাকিস্তানে বেঁচে থাকার হার কম হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন উপসর্গ চিহ্নিত করতে দেরি, পর্যাপ্ত সহায়ক চিকিৎসার অভাব, প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞের ঘাটতি, বিশেষায়িত কেন্দ্রে সীমিত প্রবেশাধিকার এবং মাঝপথে চিকিৎসা বন্ধ করে দেওয়ার উচ্চ হার।শিশুদের মধ্যে যে ক্যান্সারগুলি বেশি দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে লিম্ফোমা, মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের টিউমার, অস্থির টিউমার, লিউকেমিয়া, সফট টিস্যু সারকোমা, নিউরোব্লাস্টোমা, উইলমস টিউমার এবং রেটিনোব্লাস্টোমা।

বিশেষজ্ঞরা জানান, সময়মতো শুরু হলে কেমোথেরাপি, অস্ত্রোপচার ও রেডিওথেরাপির মতো চিকিৎসা পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে।মিডিয়ার প্রশ্নের উত্তরে ডা. শুমাইল আশরাফ জানান, করাচির শিশু রক্তরোগ ও ক্যান্সার বিভাগে প্রতি বছর প্রায় এক হাজার নতুন রোগী আসে। ২০১৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১৬ হাজারেরও বেশি শিশুর চিকিৎসা হয়েছে এবং বর্তমানে প্রায় ১,৩০০ শিশু চিকিৎসাধীন। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয়ই প্রাণ বাঁচাতে পারে। তাই অভিভাবক, শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী ও সংবাদমাধ্যমের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে প্রতিটি শিশু সমানভাবে বাঁচার সুযোগ পায়।

রামবিলাস পাসওয়ানকে নিয়ে মন্তব্য ঘিরে বিহার বিধানসভায় তুমুল হাঙ্গামা তেজস্বীর ক্ষমা দাবি এলজেপি(আরভি)-র

পাটনা, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): রামবিলাস পাসওয়ানকে নিয়ে বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব-এর বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে সোমবার বিহার বিধানসভার বাজেট অধিবেশন তুমুল অশান্তিতে ভরে ওঠে। শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়কেরাই প্ল্যাকার্ড হাতে স্লোগান দিতে শুরু করলে কার্যত অচল হয়ে পড়ে অধিবেশন।

অধিবেশন শুরু হতেই দুই পক্ষের বিধায়কেরা দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। স্পিকার বারবার আসন গ্রহণ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানালেও হট্টগোল থামেনি। বিশৃঙ্খলার মধ্যেই প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হলেও 'হায়-হায়' স্লোগানে কার্যক্রম কার্যত ডুবে যায়।পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয় যখন লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)-এর বিধায়কদল নেতা রাজু তিওয়ারি বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি অভিযোগ করেন, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসওয়ান সম্পর্কে তেজস্বী যাদবের মন্তব্যে তাঁর সমর্থক ও দলিত সমাজের অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। তিনি তেজস্বীর প্রকাশ্য ক্ষমা প্রার্থনার দাবি জানান।এর পর বিরোধী দলীয় বিধায়কেরা প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভে সামিল হন। শাসক জোটের সদস্যরাও প্রতিবাদে যোগ দিলে বিধানসভায় তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়। লোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস)-এর বিধায়কেরা দাবি করেন, প্রয়াত এক বর্ষীয়ান নেতাকে অসম্মান করা হয়েছে এবং দলিত সমাজের মর্যাদায় আঘাত লেগেছে। তাঁদের বক্তব্য, রামবিলাস পাসওয়ানের মতো নেতার বিরুদ্ধে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।

উত্তপ্ত বিতর্কের সময় অতীত রাজনৈতিক প্রসঙ্গও টানা হয়। রামবিলাস পাসওয়ান নির্বাচনে হেরে রাজ্যসভায় গিয়েছিলেন এমন মন্তব্য ঘিরে আরও ক্ষোভ ছড়ায়। তাঁকে 'গরিব' বলা হয়েছে বলেও আপত্তি তোলেন এলজেপি(আরভি) বিধায়কেরা, যা তাঁরা অপমানজনক বলে দাবি করেন।

অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলায় হস্তক্ষেপে অনীহা সুপ্রিম কোর্ট গৌহাটি হাই কোর্টে যাওয়ার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-র বিরুদ্ধে মুসলিম সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে মন্তব্য ও একটি বিতর্কিত (পরবর্তীতে মুছে ফেলা) ভিডিও সংক্রান্ত অভিযোগে দায়ের হওয়া একাধিক আবেদনে সোমবার হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট। আবেদনকারীদের গৌহাটি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত-এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানায়, উত্থাপিত বিষয়গুলি সংশ্লিষ্ট হাই কোর্টেই "কার্যকরভাবে বিচারযোগ্য"। একই সঙ্গে সরাসরি সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদে আবেদন করে সুপ্রিম কোর্টে আসার প্রবণতা নিয়ে সতর্কবার্তাও দেয় বেঞ্চ। এই বেঞ্চে বিচার পতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচার পতি বিপুল পাঞ্চোলিও ছিলেন।

বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "এই সব বিষয় সংশ্লিষ্ট হাই কোর্টেই কার্যকরভাবে বিচার করা সম্ভব। এখানে তা গ্রহণের কোনও কারণ আমরা দেখছি না। আবেদনকারীরা সংশ্লিষ্ট হাই কোর্টে যান। যেহেতু জরুরিতার কথা বলা হয়েছে, তাই হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে দ্রুত শুনানির বিষয়টি বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি।"

আবেদনকারীদের পক্ষে সওয়াল করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। তিনি দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সাংবিধানিক পদে থেকে শর্মা শপথ ভঙ্গ করেছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের ও বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের নির্দেশ প্রয়োজন। সিংভির বক্তব্য, অসম ছাড়াও ঝাড়খণ্ড ও ছত্তীসগঢ়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, তাই সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ জরুরি।

তবে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানায়, হাই কোর্টকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে আসা উচিত নয়। বেঞ্চের মন্তব্য, "একটি এখতিয়ার প্রয়োগের তাড়নায় অন্য একটি আদালতের এখতিয়ার খর্ব করা যায় না। সুপ্রিম কোর্ট সব কিছুর ময়দান হয়ে উঠতে পারে না। হাই কোর্টের মর্যাদা খর্ব করবেন না।"

সিংভি যখন অসমের বাইরে অন্য কোনও হাই কোর্টে যাওয়ার অনুমতি চান, তখন তা "অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক" বলে মন্তব্য করে বেঞ্চ সরাসরি তা খারিজ করে দেয়। আদালত জানায়, "নিয়ম মেনে যান, হাই কোর্টের উপর আস্থা রাখুন। আমরা নিশ্চিত, হাই কোর্ট নীতিমালা অনুযায়ী বিষয়টি দেখবে।"

বিতর্কের সূত্র একটি ভিডিও, যা অসম বিজেপির অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে শেয়ার করা হয়েছিল এবং পরে মুছে ফেলা হয়। ভিডিওতে মুখ্যমন্ত্রীকে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ, সঙ্গে ছিল 'পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক শট' ও 'নো মার্সি'-র মতো শব্দবন্ধ।

এই ইস্যুতে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছে। আসাদউদ্দিন ওয়েইসি হায়দরাবাদ পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগ দায়ের করে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি পদক্ষেপের দাবি জানান। তাঁর অভিযোগ, ভিডিওটি ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ায়।

অভিযোগের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী শর্মা জানান, তিনি গ্রেফতার হতেও প্রস্তুত। তাঁর কথায়, "আমি জেলে যেতে প্রস্তুত। কোনও ভিডিও সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। যদি মামলা হয়ে থাকে, আমাকে গ্রেফতার করুন তাতে আমার আপত্তি কী?"

কংগ্রেসে ভাঙনের ইঙ্গিত, আরও জ্যেষ্ঠ নেতা দল ছাড়বেন: দাবি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সোমবার দাবি করেছেন, ভূপেন বরার ইস্তফার পর কংগ্রেসের আরও একাধিক জ্যেষ্ঠ নেতা দল ছাড়তে পারেন। তাঁর বক্তব্য, "হিন্দু এবং সাধারণ অসমিয়া মানুষের কাছে কংগ্রেস আর প্রাসঙ্গিক নয়।"ভূপেন বরার পদত্যাগের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা ও লোকসভা সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈও লোকসভা নির্বাচনের আগেই দল ছাড়তে পারেন। তাঁর দাবি, "প্রদ্যুৎ বরদলৈ লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ছেড়ে দেবেন।"

এছাড়া কংগ্রেসের আরেক জ্যেষ্ঠ নেতা দেবব্রত শইকিয়াকে নিয়েও রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর দেবব্রত শইকিয়া বিজেপিতে যোগ দেবেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর মায়ের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে বিজেপিতে নিয়ে আসব।"

ভূপেন বরার ইস্তফা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই পদক্ষেপ কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংকটকেই আরও স্পষ্ট করেছে। তিনি জানান, "আমি আগামীকাল ভূপেন বরার সঙ্গে দেখা করব।" যদিও বৈঠকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি।

কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, দলটি আর অসমের মানুষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে না। তাঁর দাবি, কংগ্রেসের নেতৃত্ব তৃণমূল স্তরের কর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সংগঠনগতভাবে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে। এর ফলেই শীর্ষ নেতা ও কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, কেন্দ্রে ও রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা সম্ভব বলেই বিরোধী দলগুলির বহু নেতা-কর্মী বিজেপির দিকে ঝুঁকছেন।উল্লেখ্য, তিন দশকের বেশি সময় কংগ্রেসে যুক্ত থাকার পর সোমবার আত্মসম্মান ও সাংগঠনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে দল ছাড়েন ভূপেন বরা। তাঁর পদত্যাগকে ঘিরে অসমের রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।রাজনৈতিক মহলের মতে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের উপর চাপ বাড়াতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য।

সোমবার পশ্চিম জয়নগর মহাবীর ক্লাবের সার্বজনীন কালীমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

এনডিপিএস-সংযুক্ত মানি লন্ডারিং মামলা: ৫.৮৮ কোটি টাকার সম্পত্তি সংযুক্ত করল ইডি

মুম্বই, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): এনডিপিএস-সংক্রান্ত মানি লন্ডারিং মামলায় প্রায় ৫.৮৮ কোটি টাকার সাতটি অস্থাবর সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত (অ্যাটাচ) করল ইডি-র মুম্বই জোনাল দফতর। সংযুক্ত সম্পত্তির মধ্যে মুম্বইয়ের একাধিক ফ্ল্যাটও রয়েছে বলে সোমবার এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এর অধীনে যাঁদের সম্পত্তি সংযুক্ত করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ফয়সাল শেখ, আলফিয়া শেখ প্রমুখ।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি), মুম্বইয়ের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। অভিযোগে এনডিপিএস আইনের বিভিন্ন ধারার উল্লেখ ছিল। তদন্তে উঠে আসে, প্রধান অভিযুক্তদের অন্যতম ফয়সাল শেখ কুখ্যাত মাদক কারবারি সলিম দোলার কাছ থেকে নিষিদ্ধ মাদক 'মেফেড্রোন' (এমডি) সংগ্রহ করতেন।

ইডির দাবি, ফয়সাল শেখ ও তাঁর স্ত্রী আলফিয়া শেখ মেফেড্রোন বিক্রির একটি সুসংগঠিত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা সামিয়া খান, নাসির ইয়াসিন খান, আজিম আবু সলিম খান ওরফে আজিম ভাউ-সহ আরও কয়েকজনের কাছে মাদক সরবরাহ করতেন। ওই ব্যক্তিরা পরে খুচরো ক্রেতাদের কাছে তা বিক্রি করতেন।

তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, বেআইনি মাদক ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত নগদ অর্থ ফয়সাল ও আলফিয়া তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করতেন, যাতে তা বৈধ আয়ের রূপ দেওয়া যায়। নিজেদের ও সহযোগীদের নামে খোলা একাধিক সংস্থার মাধ্যমেও অপরাধলব্ধ অর্থ বৈধ করার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। যদিও ওই সংস্থাগুলির কোনও প্রকৃত ব্যবসায়িক কার্যকলাপ ছিল না।

ইডির দাবি, মাদক বিক্রির নগদ অর্থ ঘনিষ্ঠ সহযোগী ফৈজান মোহাম্মদ শফি শেখের হাতে তুলে দেওয়া হত। তাঁর মালিকানাধীন সংস্থা এম/এস ফাইজ ইমপেক্স, মুম্বইয়ের মাধ্যমে এবং অন্যান্য সহযোগীদের সহায়তায় একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও শেল কোম্পানির অ্যাকাউন্ট ঘুরিয়ে অর্থ লেনদেন করা হত, যাতে টাকার উৎস গোপন রাখা যায়।

অভিযোগ, এইভাবে 'লন্ডার' করা অর্থের একাংশ মূল অভিযুক্ত ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ফেরত পাঠানো হত এবং পরে তা দিয়ে অস্থাবর সম্পত্তি কেনা হয়।

গত বছরের ৮ অক্টোবর পিএমএলএ-র অধীনে ইডি তল্লাশি অভিযান চালায়। সেই সময় ৪২ লক্ষ টাকা নগদ, প্রায় ১.৬ কেজি সোনার গয়না (মূল্য আনুমানিক ১.৭৬ কোটি টাকা), প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকার তিনটি ব্যবহৃত বিলাসবহুল গাড়ি এবং অভিযুক্তদের ১২টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত বা স্থগিত করা হয়।

ইডি জানিয়েছে, ফয়সাল ও আলফিয়া শেখের গড়ে তোলা অর্থপাচারের নেটওয়ার্কের অর্থপ্রবাহ একটি ফ্লো-চার্টের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে।

তেলঙ্গানায় পুরসভা নির্বাচন: ১১টি পৌরসভায় চেয়ারম্যান নির্বাচন স্থগিত

হায়দরাবাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): তেলঙ্গানার ১১টি পৌরসভায় চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রক্রিয়া সোমবার স্থগিত করে দিল নির্বাচন কর্তৃপক্ষ। শাসক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং প্রধান বিরোধী ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) একে অপরের বিরুদ্ধে অগণতান্ত্রিক উপায়ে পুরসভা দখলের অভিযোগ তোলায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

যে পৌরসভাগুলিতে নির্বাচন স্থগিত হয়েছে সেগুলি হল ইয়েলান্দু, সুলতানাবাদ, ইব্রাহিমপট্টনম, কাগজনগর, কেতনাপল্লি, খানাপুর, জহিরাবাদ, ইন্দেরেশম, দোর্নাকাল, জানগাঁও এবং থোররুর।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি ১১৬টি পৌরসভা ও সাতটি কর্পোরেশনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেস ৬৬টি পৌরসভা ও চারটি কর্পোরেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। মাঞ্চেরিয়াল, মহবুবনগর, রামাগুন্ডম ও নালগোন্ডা কর্পোরেশন দখল করে শাসক দল। কোঠাগুডেম কর্পোরেশনে কংগ্রেস ও সিপিআই যৌথভাবে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

এই নির্বাচনে ৩৪টি পৌরসভা ও দুটি কর্পোরেশনে ঝুলন্ত ফলাফল (হাং) হয়েছে। কংগ্রেস আরও ১৮টি পৌরসভায় একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে আসে। অন্যদিকে বিআরএস ১৩টি পৌরসভা জেতে এবং ১৯টিতে একক বৃহত্তম দল হয়।

করিমনগর পুরনিগমে ৬৬টির মধ্যে ৩০টি আসন জিতে একক বৃহত্তম দল হলেও ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের পদ দখল করে। অন্যদিকে নিজামাবাদ পুরনিগমে বিজেপি একক বৃহত্তম দল হলেও কংগ্রেস অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম)-এর সমর্থনে ক্ষমতা দখল করে। কংগ্রেসের প্রার্থী মেয়র এবং এআইএমআইএম কাউন্সিলর ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন।

অধিকাংশ ঝুলন্ত পৌরসভায় নির্দল ও অন্যান্য সদস্যদের সমর্থন নিয়ে কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়েছে।

সোমবার নবনির্বাচিত কাউন্সিলর ও কর্পোরেটরদের শপথগ্রহণের মাধ্যমে বৈঠক শুরু হয়। এরপর মেয়র, ডেপুটি মেয়র এবং পৌরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

মহবুবাবাদ জেলার থোররুর পৌরসভায় শক্তিপ্রদর্শন ঘিরে কংগ্রেস ও বিআরএস কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ওয়ারাঙ্গলের কংগ্রেস সাংসদ কাদিয়াম কাব্য এক্স-অফিসিও সদস্য হিসেবে ভোট দিতে পারায় আপত্তি তোলে বিআরএস। প্রাক্তন মন্ত্রী ই. দয়াকর রাও প্রশ্ন তোলেন, কীভাবে কংগ্রেস সাংসদকে ভোট দিতে দেওয়া হল। উত্তেজনার জেরে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচন স্থগিত করা হয়।

মেদচল-মালকাজগিরি জেলার আলিয়াবাদ পৌরসভায় বিজেপির সমর্থনে কংগ্রেস চেয়ারম্যান পদ দখল করে। ২০ সদস্যের বোর্ডে কংগ্রেসের আট, বিআরএসের সাত, বিজেপির তিন ও দু'জন নির্দল সদস্য ছিলেন। কোনও দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় বিজেপি ও নির্দলদের সমর্থনে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে।

আদিলাবাদ পৌরসভায় নির্দল কাউন্সিলর বান্দারি অনুষা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ৪৯ সদস্যের এই বোর্ডে বিজেপি ২১, কংগ্রেস ১১, বিআরএস ও এআইএমআইএম ছয়টি করে আসন পায় এবং পাঁচজন নির্দল জয়ী হন। কংগ্রেস, বিআরএস, এআইএমআইএম ও চার নির্দলের সমর্থনে অনুষা নির্বাচিত হন। ভৈঁসা পৌরসভায় নির্দল টি. দত্তাত্রি বিজেপি, এআইএমআইএম ও কংগ্রেসের সমর্থনে চেয়ারম্যান হন। নির্মল পুরসভায় কংগ্রেসের আপ্পালা কাব্য চেয়ারম্যান এবং তাঁর স্বামী আপ্পালা গণেশ ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

'ফাঁসি ঘর' ইস্যু: ৬ মার্চ কেজরিওয়ালদের হাজিরার শেষ সুযোগ দিল দিল্লি বিধানসভার কমিটি

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): 'ফাঁসি ঘর' বিতর্কে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা অরবিন্দ কেজরিওয়াল-কে ৬ মার্চের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে জবাব দেওয়ার 'চূড়ান্ত সুযোগ' দিল দিল্লি বিধানসভা-র প্রিভিলেজ কমিটি। কেজরিওয়ালের পাশাপাশি আম আদমি পার্টির আরও কয়েকজন নেতাকেও ওই দিন উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মার্চের প্রথম সপ্তাহে শুনানির আবেদন জানিয়ে কেজরিওয়াল যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তার প্রেক্ষিতেই ৬ মার্চ চূড়ান্ত হাজিরার দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। সোমবার এ বিষয়ে বৈঠক করে কমিটি। কেজরিওয়াল ছাড়াও মনীশ সিসোদিয়া, রাম নিবাস গোয়েল এবং রাখি বিড়লা লিখিত জবাব জমা দিয়ে বক্তব্য রেকর্ডের জন্য কয়েক দিনের সময় চেয়েছিলেন। প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান প্রদ্যুম্ন সিং রাজপুত জানান, কেজরিওয়াল তাঁর লিখিত জবাবে ২ থেকে ৬ মার্চের মধ্যে যে কোনও দিনে হাজিরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অন্য তিনজনও একই সময়সীমা ধরে কিছুদিন সময় বৃদ্ধির আবেদন জানান। কমিটি সেই আবেদন বিবেচনা করে তদন্ত প্রক্রিয়ায় আর বিলম্ব না করতে ৬ মার্চকেই চূড়ান্ত তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

বাংলাদেশের রায় দেখাল, জেন-জি আন্দোলন ব্যালটে সাফল্যে রূপ নিতে ব্যর্থ: সিএফআর রিপোর্ট

ওয়াশিংটন, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): সাম্প্রতিক বাংলাদেশের নির্বাচনী ফলাফল তুলে ধরে এক বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া জেন-জি প্রজন্মের আন্দোলন রাস্তায় সাফল্য পেলেও তা ব্যালট বাক্স বা নীতিনির্ধারণে প্রত্যাশিত রাজনৈতিক সাফল্যে রূপ নিতে পারেনি।

আমেরিকার থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বৈদেশিক সম্পর্ক কাউন্সিল (সিএফআর)-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিষয়ক সিনিয়র ফেলো জোশুয়া কুরলান্টজিক উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের অগস্টে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-র পতন ঘটানো বাংলাদেশি বিক্ষোভ এশিয়ায় জেন-জি আন্দোলনের অন্যতম বড় সাফল্য ছিল। এই আন্দোলন নেপাল, ইন্দোনেশিয়া-সহ অন্যান্য দেশেও তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে। এমনকি আফ্রিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল পর্যন্ত এর প্রভাব পৌঁছয় বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

তবে কার্লান্টজিকের মতে, "জেন-জি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লেও তা নির্বাচনে জয় বা নীতিগত পরিবর্তনে রূপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে।" তিনি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন, থাইল্যান্ডে জেন-জি সমর্থিত পিপলস পার্টি জাতীয় নির্বাচনে ভরাডুবি করেছে এবং জাপানে নতুন প্রজন্মকেন্দ্রিক দলগুলির চ্যালেঞ্জ সামলে লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি বড় জয় পেয়েছে।

বাংলাদেশের প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনা ক্ষমতা হারালেও নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)দীর্ঘদিনের দ্বৈত রাজনৈতিক প্রাধান্যের অপর অর্ধাংশ। যদিও দলটি গণতন্ত্র রক্ষা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ সম্প্রসারণ এবং দুর্নীতি দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তবুও বহু বাংলাদেশি এখনও তাদের সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারছেন না বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ।

২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের গড়া জাতীয় নাগরিক দল (এনসিপি) ৩০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ছয়টি আসনে জয় পেয়েছেযা কার্লান্টজিকের ভাষায় "অত্যন্ত দুর্বল ফলাফল"।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বিএনপি-কে ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনে বাংলাদেশের ভোটাররা সংবিধান সংস্কার, গণতন্ত্রের সুরক্ষা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগের বিস্তার এবং দুর্নীতি রোধের পক্ষে মত দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন, সংসদে প্রাধান্য পেতে চলা বিএনপি আদৌ এই সংস্কারগুলি বাস্তবায়ন করবে কি না।

কার্লান্টজিকের মতে, বিএনপির পদক্ষেপই প্রমাণ করবে দলটি আদৌ পরিবর্তিত হয়েছে কি না। যদি তারা সংস্কার বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়, তবে বাংলাদেশের রাজনীতি আগের সমস্যার মধ্যেই আটকে থাকবে।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইসলামপন্থী দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, যারা নির্বাচনের আগে ভাবমূর্তি পাল্টানোর চেষ্টা করেছিল। অতীতে রাজনৈতিক হিংসার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে এই দলের বিরুদ্ধে। যদিও ভোটের দিন নির্বাচন ছিল অবাধ ও সুষ্ঠু, তবে ভোটের আগে একাধিক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও হিংসার ঘটনাও ঘটেছেযা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন নয় বলে প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে।

NOTICE INVITING TENDER

Sealed cover quotation on plain paper is hereby invited by the undersigned from the intending bona fide Indian Citizen and resourceful supplier for supply of the Poly Bag size Poly Bag size 20cm x 30cm (in kg) & 50% Agro-shed net (in sqm) for raising of nursery under ELEMENT Project during the year 2025- 26 as listed below as per terms & condition indicated below. Last date for receipt of tender application form (Technical & Financial) in complete shape as on before 21st February, 2026 in office working hours. Format for "Financial" bid, is available in this office within this time. The bids shall be opened on 23rd February, 2026, at 11.00 AM. Sealed tender received after the stipulated date and time will not be accepted. The tendered amount must be quoted both in figures and words.

ICA/C-4339/26

(S. Das, TFS)
Sub-Divisional Forest Officer
Kailashahar Forest Sub-Division

PNIT No.26/EE(FY)/2025-26 Dated: 06/02/2026
Notice Inviting Request for Quotations (RFQ)

The Executive Engineer, Directorate of Fisheries, Tripura invites Request for Quotations (RFQ) from the Govt. agency for the following work/supply under World Bank aided project, "Tripura Rural Economic Growth and Service Delivery Project". Detailed RFQ can be obtained from, https://tripuratenders.gov.in. Last date of submission of the RFQ, is 20th February 2026 at 15:00 hours (IST)

Sl No.	TItle
01	Up-gradation of the Training Hall of Fish Health Investigation Centre, Collegetilla, West Tripura RFQ NO IN-DOF-524172-CW-RFQ (3rd call)
02	Procurement of Equipment for the Govt. farms / hatcheries for Chakmaghat FSC i.e. procurement of FRP Carp hatchery unit (Breeding pools, Hatching pool, Spawn/Egg Collection tank). RFQ NO. IN-DOF-474710-GO-RFQ (3rd call)

ICA/C-4346/26

(ER. S. SARKAR)
EXECUTIVE ENGINEER
DEPARTMENT OF FISHERIES
GOVT. OF TRIPURA

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 30/EE-JRN/PWD/ 2025-26 Dated: 06-02-2026

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites on behalf of the 'Government of Tripura percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 20-02-2026 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLE-TION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 67/CE/ PWD(R&B)/ ACE (P& DU)/2025-26	₹ 8,26,39,726.72	₹ 16,52,795.00	300 Days	Appropri-ate Class
2	DNIe-T No: 68/CE/ PWD(R&B)/ ACE(P&DU)/ 2025-26	₹ 4,40,54,081.52	₹ 8,81,082.00	270 Days	Appropri-ate Class

☞ Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 06-02-2026 to 20-02-2026.
Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 20-02-2026 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 20-02-2026 up to 15.30 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in.
Class of tenderer :- Appropriate Class.
Bid Fee: Rs. 10,000 (Rupees Ten Thousand) Only each, Non refundable (St No 1) & Rs. 8,000(Rupees Eight Thousand) Only each, Non refundable (Sl No 2)
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in.
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

For and on behalf of the Governor of Tripura
Sd/- Illegible
Executive Engineer
Jirania Division, PWD(R&B)
Jirania, West Tripura
eejirania@gmail.com

ICA/C-4343/26

2nd CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been brought to the notice of the undersigned by Sri Kesablal Debnath, Forester, Attached Officer of Wildlife Protection Unit, Joychandpur under Trishna Wildlife Sanctuary vide his O.R. No. 30/WWLPU-Trishna/ 2025-26 dated, 12/11/2025 has seized a vehicle bearing Registration No. TR-03-4123 (Bajaj Auto three wheeler) Engine No- Nil and Chasis No- Nil from Paikhola area under Abhoya Wildlife Range on 12/11/2025 at about 09:55 PM for illegally carried Teak sawn timber about 0.179 cum. Upon enquires by myself along with the other staffs of Wildlife Protection Unit, Joychandpur, it was found that the said vehicle was carrying illegally Teak sawn timber about 0.179 cum without any permission from the Forest Department. Then the said vehicle had been detained without driver and brought in the safe custody as the said vehicle was involved in illegal carrying of Forest produce.

NOW THEREFORE, in exercise of power conferred upon me vide Notification No. F.7(310)/ For/FP/2016/ 25,701-747 dated, 15/11/2016 of Govt. of Tripura as an Authorized Officer for the purpose of above mentioned Indian Forest Act 1927, it is contemplated to confiscate the seized vehicle Registration No. TR-03-4123 (Bajaj Auto three wheeler) for the commission of offence under Section 41,42 of Indian Forest Act, 1927 and under Tripura Rules notified vide Notification No.F.7/44. FP/90/22,795 dt. 07.05.1990 of Government of Tripura.

WHEREAS, a claimant notice was issued vide this office order No.F.11-7/TWLS/FP/ TR-03-4123/For-2025-26/15,262-303 dated, 28/01/2026 but no response had received from any one about the ownership of the above seized vehicle.

NOW THEREFORE, now once again it is brought to the notice of the authorized owner of the said vehicle Registration No. TR-03-4123 (Bajaj Auto three wheeler) to prefer their claim over the same vehicle to Authorized Officer (Wildlife Warden, Trishna Wildlife Sanctuary, Joychandpur), within 10 (ten) days from the date of issue of this notice either by his/her legally authorized person along with all relevant documents in original regarding ownership of the vehicle.

If the owner of the vehicle or their authorized representatives fails to prefer any claim for the said vehicle before the undersigned within the stipulated period, the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-parte.

Issued under my seal and signature of this day on_ 10/February/2026

ICA/D-1995/26

[Bimal Das, TFS), Authorized Officer
Wildlife Warden ,Trishna Wildlife Sanctuary
Joychandpur

P'NIeT No.:- 142/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated:-11/02/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized service dealer/channel partners or OEM authorized service providers, duly authorized to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service center in Tripura during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIeT No:	86/EE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Name of Work :	Annual Maintenance Contract (AMC) & incidental repair of Air Conditioning Machines were installed in the Amarpur Sub-Divisional Hospital, Amarpur, Gomati Tripura for the year 2025-26
Estimated Cost :	Rs. 4,07,568.00
Time of Completion :	01(one) Year
Bid Fee :	Rs. 1,000.00
Earnest Money :	Rs. 8,151.00
Last date and time of Submission of Bid :	21/02/2026 upto 15.00 Hrs

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-4335/26

Executive Engineer
Mechanical Division, Tripura.

P'NIeT No.:-140/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated:-10/02/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) of water Purifiers or OEM-authorized sales & service dealer/channel partners or OEM authorised service providers, duly authorised to provide service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service centre at Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorised service support at Agartala during the maintenance period, for following work:

NIT No:	140/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Name of Work :	Incidental repairing repairing and and servicing of existing RO+ UF based Water purifiers and water coolers installed at different locations under AGMC and GBP Hospital and 1 (One) years Comprehensive AMC of the water purifier along with weekly checking of the water purifiers.
Estimated Cost :	Rs. 13,21,557
Time of Completion :	425 Days
Bid Fee :	Rs. 1,000.00
Earnest Money :	Rs. 26,431
Last date and time of Submission of Bid :	20/02/2026 upto 15.00 Hrs

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-4350/26

Executive Engineer
Mechanical Division, Tripura.

বাজারে এলো তরমুজ। ফলন ভালো হওয়ায় ক্রেতাদের মুখে হাসি। ছবি নিজস্ব।

পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন

● প্রথম পাতার পর

প্রদীপের সঙ্গে থাকা কয়েকজন বন্ধু গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই দেবীপুর রাজারটিলা সহ আশপাশের এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, একটি আনন্দঘন মুহূর্ত নিমেষেই মর্মান্তিক পরিণতিতে রূপ নেয়। যুবকের অকাল প্রয়াণে পরিবার ও এলাকাবাসীর কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে গোটা অঞ্চল।

বাজেটে গোয়েন্দা

● প্রথম পাতার পর

একইসঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মোট বাজেট এবং সিআরপিএফ-এর বরাদ্দেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের অভিযোগ, পুলিশের একাংশ শাসক দলের স্বার্থে কাজ করে সমাজবিরোধী শক্তিকে রক্ষা করছে, আর সম্প্রীতি ও ন্যায়বিচারের পক্ষে কথা বলা মানুষদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ-সহ নানা কঠোর আইন প্রয়োগ করে হয়রানি বাড়ানো হচ্ছে। অপরাধীদের লোকদেখানো গ্রেফতার হলেও তদন্তে গাফিলতির মাধ্যমে তাদের রক্ষা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়।

বিবৃতির শেষে প্রদেশ কংগ্রেস জানায়, তারা নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জনবিরোধী বাজেট ও দেশের স্বার্থবিরোধী নীতির বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করবে। পাশাপাশি এই বাজেট ও পুলিশি শাসন কায়েমের প্রবণতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্যবাসীকে আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রেস বিবৃতিতে আরও অভিযোগ করা হয়, বিরোধী দল ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর নেতাদের, বিশেষ করে রাহুল গান্ধি-কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে, যা গণতান্ত্রিক পরিসর সংকুচিত করছে বলে তাদের দাবি।

পানীয় জলের দাবিতে

● প্রথম পাতার পর

বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্থানীয় ভিলেজ কমিটি ও ডিডব্লিউএস দপ্তর-কে বারবার জানানো হলেও কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ হীরাছড়া ভিলেজ কমিটির অফিসে গিয়ে বাসিন্দারা দেখেন, গেটে তালা ঝুলছে। এই ঘটনায় জনতার ক্ষোভ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এরপরই বাঁশ বেঁধে দুটি জায়গায় পথ অবরোধ করা হয়। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও কলসি-বালতি নিয়ে রাস্তায় বসে পড়েন। অবরোধের ফলে রাস্তার দু'পাশে বহু যানবাহন আটকে পড়ে এবং যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়।

দুপুর দু'টা থেকে অবরোধ শুরু হলেও খবর লেখা পর্যন্ত, অর্থাৎ বিকাল তিনটা নাগাদও ঘটনাস্থলে কোনো প্রশাসনিক আধিকারিক পৌঁছাননি বলে অভিযোগ। প্রশাসনের এই উদাসীনতায় ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা হীরাছড়া এলাকা।

এলাকাবাসীর একটাই দাবি, অবিলম্বে বিকল্প ব্যবস্থা করে পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক করতে হবে। এখন দেখার, প্রশাসনের কবে ঘুম ভাঙে এবং হীরাছড়াবাসী কবে এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পান।

কয়লার সংকটে

● প্রথম পাতার পর

হস্তক্ষেপ এবং বিকল্প জ্বালানি বা জরুরি ভিত্তিতে কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে, উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিক মহলেও উদ্বেগ বাড়ছে। এখন দেখার, প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর এই সংকট মোকাবিলায় কী পদক্ষেপ নেয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পশ্চিম জেলা ভোক্তা

● প্রথম পাতার পর

ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত। এরপর ভোক্তা সুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম, ২০২০-এর ৮ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে সরকার তাঁকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভোক্তা বিবাদ নিষ্পত্তি কমিশন-এর সভাপতির পদ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে অপসারণের নির্দেশ জারি করে।

বাইক, মোবাইল সহ দুই

● প্রথম পাতার পর

সাত হাজার টাকা ও দুটি মোবাইল নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে দুই যুবকের কাছ থেকে দুটি মোবাইল উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু নগদ টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অভিযুক্তরা পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে, তারা ইতিমধ্যেই সেই টাকা খরচ করে ফেলেছে।

এই ঘটনায় পূর্ব থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত তদন্ত শুরু করে পুলিশ এবং অভিযানে সাফল্য আসে। ধৃতরা হলেন, সুখেন দেবনাথি সহিব মিয়া। আটক দু'জনকে আজ আদালতে তোলা হবে।

এঞ্জেল চাকমা

● প্রথম পাতার পর ৩(৫) (একত্রে অপরাধ ঘটানো) ধারাও যুক্ত করা হয়।

সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ মোট ছয়জনের জড়িত থাকার প্রমাণ পায়। তাদের মধ্যে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তবে প্রধান হামলাকারী যজ্ঞ রাজ এখনও পলাতক। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বাড়ি নেপালে এবং সে সেখানেই পালিয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। হত্যাকাণ্ডের পর সীমান্তবর্তী এলাকায় একাধিক অভিযান চালানো হলেও অভিযুক্তের খোঁজ মেলেনি। বিকাশনগরের সিও ভাস্কর লাল জানান, ৮ ফেব্রুয়ারি আদালতে পাঁচ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে। পলাতক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে তা নেপাল দূতাবাসে পাঠানো হয়েছে। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে এবং খুব শিগগিরই তাঁর বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিস জারি করা হবে।

জমির বদলে চাকরি মামলা: নির্দোষ দাবি লালু-রাবড়ির, বিচারের মুখোমুখি হতে রাজি

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): রেলওয়ের 'জমির বদলে চাকরি' দুর্নীতি মামলায় রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) প্রধান লালু প্রসাদ যাদব এবং প্রাক্তন বিহার মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী সোমবার নিজেদের নির্দোষ দাবি করে বিচারের মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। মামলাটি কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) তদন্ত করছে।

দম্পতি এদিন দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট কমপ্লেক্স-এ অবস্থিত বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজির হয়ে দুর্নীতি, প্রতারণা ও ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং মামলাটি মেরিটের ভিত্তিতে লড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এর আগে ২৯ জানুয়ারি বিচারালয় আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব ও তেজ প্রতাপ যাদব-সহ লালু প্রসাদ যাদব ও রাবড়ি দেবীকে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আদালতে হাজির হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ গঠনের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়। আদালত অভিযুক্তদের কমপক্ষে একদিন আগে জানিয়ে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয় এবং ৯ মার্চ থেকে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর দিন ধার্য করে।

জানুয়ারির শুরুতে বিশেষ বিচারক (পিসি অ্যাক্ট) বিশাল গোগনে লালু প্রসাদ যাদব ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ গঠন করেন। আদালতের পর্যবেক্ষণ, তাঁরা "একটি অপরাধমূলক চক্র হিসেবে কাজ করছিলেন" এবং একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ ছিলেন, যেখানে ভারতীয় রেলে সরকারি চাকরিকে বিনিময়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করা হয়।

আদালত জানায়, সিবিআই-এর চার্জশিটে প্রাথমিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে লালু প্রসাদ যাদবের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রেলের চাকরির বিনিময়ে জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সহজতর করেছিলেন। অব্যাহতির আবেদন খারিজ করে আদালত বলে, "লালু যাদব ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অব্যাহতির আবেদন সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।"

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, মামলায় বেঁচে থাকা ৯৮ জন অভিযুক্তের মধ্যে ৪৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন হয়েছে, যার মধ্যে লালু প্রসাদ যাদব ও তাঁর পরিবারের সদস্যরাও রয়েছেন। ৫২ জনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। পাঁচজন অভিযুক্তের মৃত্যু হওয়ায় তাঁদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম স্থগিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০০৪ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে, যখন লালু প্রসাদ যাদব কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময়ে বড় আকারের দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সিবিআই-এর দাবি, লালু প্রসাদ যাদবের পরিবারের সদস্য ও তাঁদের সঙ্গে যুক্ত একটি সংস্থার নামে বাজারদরের চেয়ে কম মূল্যে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নগদ লেনদেনের মাধ্যমে জমি কেনা হয়। এর বিনিময়ে রেলের বিভিন্ন জোনে চাকরি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

অন্যদিকে, জমি হস্তান্তরের সঙ্গে যুক্ত অর্থপাচারের অভিযোগ খতিয়ে দেখছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), বিশেষ করে পাটনায় জমি লেনদেন সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরে।

ভাষা-রাজনীতিতে পাল্টা বার্তা, কেএমসি বাজেট অধিবেশনে 'শুধু বাংলা' বলার হুইপ তৃণমূলের

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ভাষা-রাজনীতির আবহে কলকাতা পুরসভা (কেএমসি)-র চলতি বাজেট অধিবেশনে কাউন্সিলরদের শুধুমাত্র বাংলায় বক্তব্য রাখার নির্দেশ দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে হুইপ জারি করল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর হামলা ও হয়রানির অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত বলে দলীয় সূত্রের দাবি।

পুরসভায় তৃণমূলের চিফ হুইপ বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত কাউন্সিলরদের উদ্দেশে আবেদন জানিয়ে বলেন, বাজেট আলোচনায় সকলেই যেন বাংলাতেই বক্তব্য রাখেন। তাঁর কথায়, "বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হতে এবং কলকাতা পুরসভার বাজেট অধিবেশনে সমস্ত বক্তব্য বাংলায় রাখার জন্য সদস্যদের অনুরোধ করা হয়েছে।"

উল্লেখ্য, শাসকদলের একাধিক কাউন্সিলরের মাতৃভাষা হিন্দি বা উর্দু। বাজেট আলোচনায় তাঁরা প্রায়শই হিন্দি বা ইংরেজিতে বক্তব্য রাখেন। তবে চিফ হুইপের এই আহ্বানের পর এ বার তাঁদেরও বাংলায় বক্তব্য রাখার সম্ভাবনা প্রবল।

আগামী কয়েক দিন ধরে চলবে পুরসভার বাজেট আলোচনা। রাজনৈতিক মহলের পর্যবেক্ষণ, দুর্নীতির অভিযোগে বিজেপির লাগাতার আক্রমণের পাল্টা হিসেবে তৃণমূল এ বার বাঙালি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নকে সামনে আনছে।

বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত বলেন, "সারা দেশে বাঙালি সংস্কৃতির উপর আক্রমণ চলছে। এমনকি বাঙালি বিদ্বজ্জনেরাও রেহাই পাচ্ছেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে ভাষায় 'বন্দে মাতরম' লিখেছেন, সেই বাংলায় কথা বলার জন্য বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন।"

তিনি আরও জানান, "বাঙালিদের যেভাবে হয়রানি করা হচ্ছে, তা মাথায় রেখেই বাংলাকে প্রতিবাদের ভাষা করা হয়েছে। গত শুক্রবার মেয়র বাংলায় বাজেট ভাষণ পেশ করেছেন। এ বার অন্যান্য কাউন্সিলররাও সেই পথ অনুসরণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।"

কাশ্মীর, উত্তর-পূর্ব ও মাওবাদ দমনে সাফল্য, ২০১৪-২৬ 'স্বর্ণ অধ্যায়': স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): দিল্লি পুলিশ সোমবার তাদের ৭৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন করল। রাজধানীর নিরাপত্তা রক্ষায় দীর্ঘদিনের সেবাকে স্মরণ করে এদিন দিল্লি পুলিশ সদর দফতরে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

অনুষ্ঠানে দিল্লি পুলিশের বিভিন্ন বিশেষ ইউনিটের চমকপ্রদ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এসডব্লিউএটি দল, ব্যান্ড ইউনিট, ডগ স্কোয়াড, মোটরসাইকেল রাইডার, পিসিআর ইউনিটসহ একাধিক বিশেষ শাখা শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের নজির তুলে ধরে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনুষ্ঠানে পুলিশ কর্মীদের হাতে সম্মানসূচক পদক তুলে দেন এবং জননিরাপত্তায় তাঁদের নিষ্ঠা ও অবদানের প্রশংসা করেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "দিল্লি পুলিশের দায়িত্ব, কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লি শুধু একটি শহর নয়, এটি দেশের গণতন্ত্রের হৃদস্পন্দন। তাই রাজধানীর নিরাপত্তা সর্বোচ্চ মানের হওয়া প্রয়োজন।" তিনি জানান, বিশেষ সেলের জন্য প্রায় ৩৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সমন্বিত সদর দফতরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, যা মাদক পাচার ও সন্ত্রাস দমনে দেশের অন্যতম আধুনিক কেন্দ্র হবে। এছাড়া আরও ১০টি নতুন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রায় ৮৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আধুনিক ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড, কন্ট্রোল, কমিউনিকেশন অ্যান্ড কম্পিউটার সেন্টার (সি৪আই) 'সেফ সিটি' প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে চালু করা হয়েছে। এর সঙ্গে ১১টি জেলা পর্যায়ের সি৩আই কেন্দ্র ও ৭৫টি থানা পর্যায়ের সি২আই ইউনিট যুক্ত হবে।

দিল্লিতে ১০ হাজার ক্যামেরা সংযোগের পরিকল্পনার প্রথম ধাপে ইতিমধ্যেই ২,১০০টি ক্যামেরা সচল হয়েছে বলে জানান তিনি।

দেশের সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রসঙ্গে শাহ বলেন, "২০১৪ থেকে ২০২৬ সময়কাল ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ইতিহাসে স্বর্ণ অধ্যায় হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে।" তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালের আগে কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অস্থিরতা এবং ১১টি রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা মাওবাদী হিংসাএই তিনটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল।

তিনি দাবি করেন, অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিলুপ্তির পর কাশ্মীর, উত্তর-পূর্ব এবং মাওবাদী প্রভাবিত এলাকায় হিংসার ঘটনা প্রায় ৮০ শতাংশ কমেছে। "২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণ মাওবাদমুক্ত করতে আমরা সফল হব," বলেন তিনি।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ১০ হাজারেরও বেশি যুবক মূল স্রোতে ফিরে এসেছে এবং ২০টির বেশি শান্তিচুক্তির মাধ্যমে স্থায়ী শান্তির পথে অগ্রগতি হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

নতুন ফৌজদারি আইন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে প্রণীত তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন ও নতুন ন্যায় সংহিতা দেশের বিচারব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। "এই আইনগুলির লক্ষ্য শাস্তি নয়, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা," বলেন তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লি পুলিশের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, "সংসদে হামলা হোক বা লালকেল্লার সামনে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রতিটি ক্ষেত্রেই দিল্লি পুলিশ দক্ষতার সঙ্গে তদন্ত করে দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।"

উল্লেখ্য, ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ শাসনামলে দিল্লি পুলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে এর নামকরণ করা হয় 'দিল্লি পুলিশ'।

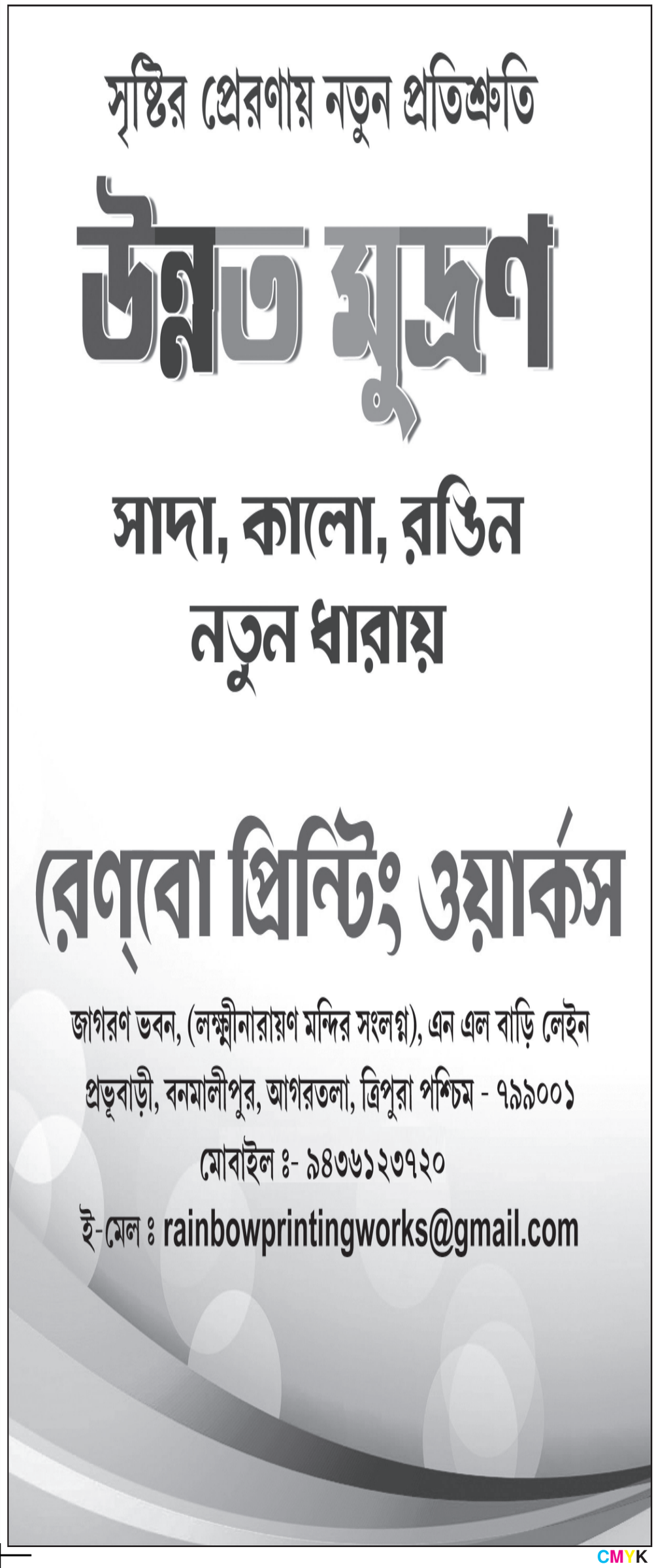

অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের ফাইনালে বিসিসি - মোহনপুরের ম্যাচ জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম দিনেই ম্যাচ জমজমাট। দুই দলের ১৪ উইকেটের পতন। ফাইনাল ম্যাচ বলে কথা। লড়াই সেয়ানে সেয়ানে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টের তিন দিবসীয় ফাইনাল ম্যাচ আজ, সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে বিসিসি অর্থাৎ বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৫৬ ওভার ৪ বল খেলে ১৪১ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে অধিনায়ক অর্কজিৎ সাহার ৮৪ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। অর্কজিৎ ১৬০ বল খেলে ১৬ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮৪ রান সংগ্রহ করে। ওপেনার মৈনাক সাহার ১৭ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। সতীর্থ আর কেউ দুই অঙ্কের রানে পৌঁছুতে পারেনি।মোহনপুরের সপ্তদ্বীপ দত্ত বত্রিশ রানে এবং পান্থর দেববর্মা ৪৬ রানে চারটি করে উইকেট পেয়েছে পিনাক দেব ও বিশাল সরকার পেয়েছে একটি করে উইকেট। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে মোহনপুর ৩৩ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে চার উইকেট হারিয়ে ৩৭ রান সংগ্রহ করেছে। ওপেনার তথা মারকুটে ব্যাটসম্যান ইস্ট দেবনাথ ৩৮ বল খেলে সন্দীপনের বলে কট আউট হয়ে ব্যক্তিগত ছয় রানে সাজ ঘরে ফিরে এলে বিসিসি শিবিরে খুশির জোয়ার দেখা দেয়। অধিনায়ক অন্তরীপ সাহা ১৭ রানে উইকেটে রয়েছে জয়ন্ত বিশ্বাস কে সঙ্গে নিয়ে। বিসিসি-র তানিষ্ক চক্রবর্তীর (৯-৯-০-৩) বিনা রানে তিন উইকেট সংগ্রহ করেছে। সন্দীপন দাস পেয়েছে একটি উইকেট। প্রথম দিনের খেলা শেষে মোহনপুর ১০৪ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট রয়েছে আরও ছয়টি।

জাতীয় মহিলা ক্রিকেটে সৌরাষ্ট্রকে হারিয়ে জয় অব্যাহত ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত ত্রিপুরার। টানা দ্বিতীয় জয়। মূল পর্বে খেলা হয়তো অধরা থাকবে, তবে সিনিয়র মহিলা জাতীয় এক দিবসীয় ট্রফি এলিট সি গ্রুপের লীগ পর্যায়ের শেষ দিকে টানা দুটি ম্যাচে জয় ত্রিপুরা দলের অবস্থান উন্নত করার পাশাপাশি নিজেদের মনোবলও অনেকটা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। লীগের অন্তিম ম্যাচে ত্রিপুরা দলের খেলা রয়েছে দিল্লির বিরুদ্ধে। এই মুহূর্তে অর্থাৎ অন্তিম ম্যাচের আগে ৮ দলীয় এলিট সি গ্রুপে ত্রিপুরা দল ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছে। সৌরাষ্ট্র, হায়দ্রাবাদকে ছাপিয়ে গ্রুপ লীগে ৬ষ্ঠ অবস্থান পাওয়াটাও রাজ্য দলের পক্ষে অনেকটা সাফল্যের বিষয়। পরবর্তী ম্যাচে দিল্লির বিরুদ্ধেও রাজ্য দল ভালো রেজাল্ট করবে বলে আশাবাদী। উল্লেখ্য, রাঁচিতে ঝাড়খন্ড টেস্ট ক্রিকেট একাডেমী ওভাল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে সৌরাষ্ট্র দলের দলনেত্রী চাবদা প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভার শেষ ওভার ৭ বল বাকি থাকতে ১৮৬ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে সরস্বতীর ৩২ রান, মুধাদিয়ার ৩০ রান, ধারানির ২৯ রান উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা দলের অন্নপূর্ণা দাস ১৯ রানে এবং রেশমা নায়েক ৩২ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। অন্বেষা দাস পেয়েছে দুটি উইকেট ৪০ রানের বিনিময়ে। পূজা আচার্য্য এবং নিকিতা দেবনাথ পেয়েছে একটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৪২ ওভার ২ বল খেলে তিন উইকেট হারিয়ে ত্রিপুরা দল জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনার মৌচৈতি দেবনাথ এর দুর্দান্ত ব্যাটিং সাফল্য অর্থাৎ ১২৬ বল খেলে ন-টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৯৩ রান সংগ্রহ করে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পরিচয় দিয়েছে। দলকে জয়ী করতে এই স্কোর অনেকটা কাজে এসেছে। মৌচৈতি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। তবে চতুর্থ উইকেটের জুটিতে তামান্না নিগম অপরাজিত ভূমিকায় ৪৫ রান সংগ্রহ করে এবং রিজু সাহা ব্যক্তিগত চার রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। মাঝে ঝুমকি দেবনাথ এর ৩৭ রানও বেশ উল্লেখ করার মতো। সৌরাষ্ট্রের দলনেত্রী চাবদা একাই দুটি উইকেট পেয়েছে।

অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ১ম স্টেট গেমসের প্রস্তুতি জোর কদমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রথম ত্রিপুরা স্টেট গেমস আগামী ২২শে থেকে ২৪ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ১৮টি ইভেন্ট নিয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ইভেন্টগুলি হলো : জিমন্যাস্টিক্স, অ্যাটলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, জুডো, টেবিল টেনিস, বক্সিং, টেনিস, ট্রায়াথলন, ওয়েট লিফটিং, স্কোয়াস, গলফ, ভলিবল, বাস্কেটবল, হকি এবং হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা হবে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়। এছাড়া, গোমতী জেলায় কাবাডি, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় খো-খো এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, এই উপলক্ষে আগামীকাল সকাল সাড়ে দশটায় এন এস আর সি সি-র মিলনায়তনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে আসন্ন স্টেট গেমস নিয়ে বিস্তারিত অগ্রগতি ও পর্যালোচনা করবেন টুর্নামেন্ট কমিটির ডিরেক্টর তথা ত্রিপুরা অলিম্পিকে এসোসিয়েশনের অ্যাডভাইজারি বোর্ডের চেয়ারম্যান রতন সাহা। টুর্নামেন্ট কমিটির অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

পাকিস্তানকে হারানোর পর মাঠেই কুলদীপকে একহাত হার্দিক-সূর্যের ! ক্যাচ ফস্কে খেলেন ধমক, পরিস্থিতি সামলাতে আসরে রিঙ্কু

খেলা চলাকালীনই মেজাজ হারিয়েছিলেন হার্দিক পাণ্ড্য। খেলা শেষেও মেজাজ ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সহজ জয় পেলেও খেলাশেষে মাঠেই কুলদীপ যাদবকে কথা শোনালেন হার্দিক। একই কাজ করতে দেখা গেল অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকেও।

পাকিস্তানের ইনিংসের ১৮তম ওভারে বল করছিলেন হার্দিক। পাকিস্তানের তখন ৯ উইকেট পড়ে গিয়েছে। প্রথম বলেই শাহিন শাহ আফ্রিদির দস্তানায় বল লাগে। কিন্তু উইকেটরক্ষক ঈশান কিশন বল ধরতে পারেননি। পরের বলে আবার বড় শট মারার চেষ্টা করেন আফ্রিদি। লং অনে ছিলেন কুলদীপ। তিনি ক্যাচ ধরার চেষ্টা করেন। কিন্তু বল তাঁর তালুতে লেগে ছিটকে বাউন্ডারির বাইরে চলে যায়। ক্যাচ তো ধরতেই পারেননি কুলদীপ, উল্টে ছয় রান দেন তিনি।

পর পর দু'বলে ক্যাচ পড়ায় মেজাজ হারান হার্দিক। তিনি হাতের ইশারায় ঈশান ও কুলদীপকে দেখিয়ে কিছু একটা বলেন। বোঝা যাচ্ছিল, ক্যাচ ফস্কানোর জন্য দুই সতীর্থের উপরেই রাগ দেখান হার্দিক। সেই ওভারের শেষ বলে অবশ্য উসমান তারিককে আউট করে খেলা শেষ করে দেন তিনি।

খেলা শেষে যখন ক্রিকেটারেরা নিজেদের মধ্যে হাত মেলাচ্ছেন, তখনই দেখা যায়, কুলদীপের হাত ধরে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কিছু একটা বলছেন হার্দিক। বোঝা যাচ্ছিল, ক্যাচ ফস্কানোর জন্য বকুনি দিচ্ছিলেন তিনি। কুলদীপ চুপ করে শুনছিলেন। তখনই সেখানে দৌড়ে যান রিঙ্কু সিংহ। তিনি গিয়ে হার্দিককে সরিয়ে আনেন।

সেখানেই ঘটনা শেষ হয়নি। পরে সূর্যকুমার কুলদীপকে দেখে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কিছু একটা বলেন। বোঝা যাচ্ছিল, তিনিও ক্যাচ ফস্কানোয় খুশি নন। কুলদীপের ক্যাচ বিশেষ কঠিন ছিল না। একটু সপ্রতিভ হলেই ধরতে পারতেন তিনি। কিন্তু পারেননি। এই ম্যাচে তার কোনও প্রভাব পড়েনি। কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে এই রকম ক্যাচ ফস্কালে তার প্রভাব দলের উপর পড়তে পারে। সেটাই হয়তো সতীর্থকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন হার্দিক ও সূর্য।

চলতি বিশ্বকাপে এই প্রথম ভারতের হয়ে মাঠে নামার সুযোগ পান কুলদীপ। খারাপ বল করেননি তিনি। ৩ ওভারে ১৪ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন। যদিও ফিল্ডিং খুব একটা ভাল করতে পারেননি। চার বাঁচানোর ক্ষেত্রেও তাঁর শ্লথগতি দেখা যাচ্ছিল। তার পর ক্যাচ ফস্কানোয় আরও রেগে যান হার্দিক ও সূর্য। মাঠেই কুলদীপকে বকুনি দেন তাঁরা।

রনজি সেমিতে বাংলাকে ভোগাল ক্যাচ মিস ! শামি-মুকেশদের বিরুদ্ধে লড়ছে জম্মু-কাশ্মীর

'রক্ষাকর্তা' সুদীপ কুমার ঘরামির সৌজন্যে প্রথম দিন লড়াইয়ে ফিরেছিল বাংলা। সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ মজুমদারদের ব্যর্থতার দিনে উজ্জ্বল ছিল তাঁর ব্যাট। সুদীপের ঝাঁ-চকচকে সেঞ্চুরিতে ভর করে প্রথম ইনিংসে বড় রানের স্বপ্ন দেখছিল বঙ্গ ব্রিগেড। যদিও অন্য ব্যাটারদের ব্যর্থতায় বাংলার স্কোর বোর্ডে ৩২৮ রানের বেশি রান উঠল না। জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে জম্মু-কাশ্মীরের রান ৫ উইকেটে ১৯৮। তবে রনজি সেমিতে বাংলাকে ভোগাল ক্যাচ মিস। নাহলে আরও ভালো জায়গায় থাকত বাংলা। ৫ উইকেটে ২৪৯ রানে খুইয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করে অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। তবে শুরুটা ভালো হল না। গত কালের স্কোরের সঙ্গে মাত্র ১০ রান যোগ করে আকিব নবির বলে এলবিডব্লিউ হয়ে সাজঘরে ফেরেন সুদীপ। এরপর বাংলার ব্যাটারদের আসা-যাওয়ার পালা। একে একে ব্যর্থ হলেন শাকির হাবিব গান্ধী (৫), আকাশ দীপ (৭), মহম্মদ শামিরা (১)। 'কাশ্মীর এক্সপ্রেস' আকিব নবির বলে তখন থরহরিকম্প অবস্থা বাংলার ব্যাটারদের।শেষের দিকে চালিয়ে খেলে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন সুমন্ত গুপ্ত। তিনি করেন ৩৬ বলে ৩৯ রান। যদিও যুধবীর সিংয়ের বলে আউট তিনি আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ইনিংস গুটিয়ে যায় ৩২৮ রানে। ৮৭ রানে ৫ উইকেট নেন তিনি। গত মরশুমে রনজি ট্রফিতে আকিব পেয়েছিলেন ৪৪ উইকেট। তিনিই ছিলেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটপ্রাপক। চলতি মরশুমেও জম্মু-কাশ্মীরের পেস বোলিং ইউনিটকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই ৫১ উইকেটে পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। ৫২ উইকেট নিয়ে তাঁর ঠিক আগে উত্তরাখণ্ডের ময়াঙ্ক মিশ্র। কল্যাণীর বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি গ্রাউন্ডেও ফর্মে অবিচল থাকলেন তিনি।জম্মু-কাশ্মীর যদি নবিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে, তাহলে বাংলার পেস অ্যাটাকেও শামি-আকাশ-মুকেশরা রয়েছেন। যে বোলিং অ্যাটাক এই মুহূর্তের ভারতের সেরা। তাঁদের সামনে প্রথম ইনিংসের শুরুতে বেশ বেকায়দায় পড়েন জম্মু-কাশ্মীরের ব্যাটাররা। মহম্মদ শামির ইনকাটারে ঠকে সাত-তাড়াতাড়ি ফেরেন শুভম খাজুরিয়া (৩) এবং ইয়াওয়ের হাসান খান (২)। মুকেশ কুমারের বলে শুভম পুন্দিরও (৮) ব্যর্থ হন। ১৩ রানে ৩ উইকেট খুইয়ে সেই সময় প্রবল চাপে জম্মু-কাশ্মীর।যখন মনে হচ্ছিল, বড় রানের লিড পেতে চলেছে বাংলা সেই সময় রুখে দাঁড়ান অধিনায়ক পরশ ডোগরা এবং আবদুল সামাদ। তবে মুকেশ কুমারের বলে পরশের ক্যাচ ফেললেন বাংলার উইকেটকিপার হাবিব গান্ধী। তখন মাত্র ৯ রানে ব্যাট করছিলেন। প্রাণ ফিরে পেয়ে ৫৮ রান করে গেলেন তিনি। তার আগে আবদুল সামাদের সঙ্গে জুটিতে উঠেছে ১৪৩ রান। এর ঠিক আগের ওভারেই শামির বলে ফিরেছিলেন আবদুল সামাদ (৮২)। দিনের শেষে জম্মু-কাশ্মীরের রান ৫ উইকেটে ১৯৮। এখনও ১৩০ রানে পিছিয়ে তারা। বঙ্গ ব্রিগেডের একটাই লক্ষ্য থাকবে তৃতীয় দিনে দ্রুত উইকেট তুলে নেওয়া।

জাতীয় অনূর্ধ ২৩ মহিলা রাজ্য ক্রিকেট দলের প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে প্রস্তুতি ত্রিপুরা দলের। অনূর্ধ ২৩ মহিলা ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়রা আজ যথারীতি শিবিরে রিপোর্ট করেছেন। পুদুচেরিতে আগামী তিন মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে মহিলাদের অনূর্ধ ২৩ এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আসন্ন এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ নেবে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন দল। এসোসিয়েশনের সচিব সুব্রত দে সম্প্রতি ১৮ সদস্যের রাজ্য দল ঘোষণা করার পর আজ সোমবার বেলা ১ ,টায় খেলোয়াররা রিপোর্ট করেছেন। এবারের এই টুর্নামেন্টে রাজ্য দলকে নেতৃত্ব দেবেন অম্বেষা দাস। ঘোষিত দলটি হল অন্বেষা দাস (অধিনায়ক), তানিশা দাস, অস্মিতা দেবনাথ, অনামিকা দাস, রুপালি দাস, পারমিতা চক্রবর্তী, অনুষ্কা শীল, পূজা তপন দাস, অন্তরা দাস, এঞ্জেল পাল, অন্তরানী নোয়াতিয়া, রেশমি নোয়াতিয়া, মমিতা দেব, সেবিকা দাস, পায়েল নমঃ, জুয়েল বাউল, অস্মিতা দাস ও গিয়া মন্ডল। রাজ্য দলের প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে রয়েছেন নরেন্দ্র কুমার, সহকারী প্রশিক্ষক তপন কুমার দেব, ফিজিও পাপিয়া দেবনাথ,হর্ষিতা কৃষ্ণা মূর্তি ও সুখেন্দু দে।

'পরের ম্যাচ থেকেই শাহিনকে বাদ দেওয়া হোক', জামাইয়ের পারফরম্যান্সে ক্ষোভে ফুঁসছেন আফ্রিদি

তিনি দলের প্রধান বোলার। কিন্তু ভারতের মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মাত্র দুই ওভারের বেশি বল করানো যায়নি শাহিন আফ্রিদিকে দিয়ে। নিজের প্রথম বলেই ছক্কা হজম করতে হয়েছে। সব মিলিয়ে শাহিনের পারফরম্যান্স দেখে ক্ষিপ্ত পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদি, যিনি সম্পর্কে তারকা পেসারের শ্বশুর। স্পষ্ট জানিয়েছেন, অবিলম্বে শাহিনকে দল থেকে বের করে দেওয়া উচিত।

সম্প্রতি ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ থাকলে পাকিস্তান কার্যত আত্মসমর্পণ করছে। একটা সময়ে দুই মহাশক্তিধর দেশের ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি ক্রিকেট হলেও, সাম্প্রতিক অতীতে একপেশে ম্যাচ দেখেছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। লাগাতার ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে গিয়েই পাকিস্তানের ক্রিকেট সংস্কৃতিকে তুলোধোনা করেছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা পাক অলরাউন্ডার। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, সময় এসেছে পাক দলের তথাকথিত তারকাদের দরজা দেখিয়ে দেওয়ার। বরং তরুণ প্রতিভাদের জাতীয় দলে সুযোগ দিতে হবে।রবিবার ভারতের কাছে হারের পর আফ্রিদি বলেন, "আমার মনে হয় এখন যদি সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তাহলে আমি শাহিনকেও বাদ দিয়ে দেব। বাবর আজম, শাদাব খানদেরও প্রথম একাদশে রাখা যায় না। বরং যারা বেঞ্চে বসে রয়েছে, নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে সেই তরুণদের সুযোগ দেওয়া উচিত। ভবিষ্যতের কথা ভেবে ওদেরকেই খেলিয়ে যেতে হবে।" আফ্রিদির কথায়, বাবর-শাহিনদের অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা পারফর্ম করতে পারছেন না।

উল্লেখ্য, ভারতের বিরুদ্ধে মাত্র দুই ওভার বল করেই ৩১ রান দিয়েছেন শাহিন। এক ওভারে ১৭ রান দেন শাদাব। বড় টার্গেট তাড়া করতে নেমে পাকিস্তান যখন একের পর এক উইকেট হারাচ্ছে, পাকভক্তদের আশা ছিল বাবর আজমের উপর। স্পিনের বিরুদ্ধে ভালো খেলা বাবর পাকিস্তানের রক্ষাকর্তা হয়ে ওঠা তো দূর, অক্ষর প্যাটেলের বলে বোকা হয়ে উইকেট খোয়ালেন মাত্র ৫ রান করে। দেশের তারকা ক্রিকেটারদের এহেন পারফরম্যান্স দেখে শাহিদ আফ্রিদির মত, এমন সিনিয়রদের খেলানোর চেয়ে জুনিয়রদের সুযোগ দেওয়াই ভালো। বিশ্বকাপে পরের ম্যাচ থেকেই সেটা চান প্রাক্তন অধিনায়ক।

টি-২০-তে বিশ্বের ১ নম্বর, ৬ ম্যাচে ৪ শূন্য করে এখন ভারতীয় দলের চিন্তা অভিষেক শর্মা !

কলম্বো: প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে তখন চাপা উত্তেজনা... গ্যালারিতে থাকা দর্শকরা স্লোগান তুলছেন "ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া..."। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দেশের লড়াই। আর মঞ্চটা যখন টি-২০ বিশ্বকাপের তখন প্রতিটা ম্যাচের প্রতিটি বলই যেন ইতিহাস লেখে। কিন্তু কলম্বোয় ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে সেই ইতিহাসের শুরুটা হল হতাশায়। ওপেন করতে নেমে তরুণ ব্যাটার অভিষেক শর্মা আবারও ফিরলেন শূন্য হাতে। টানা দুই ম্যাচে তাঁর ঝুলিতে শূন্য। চার বল টিকেও রানের খাতা খুলতে পারলেন না। স্টেডিয়ামের গর্জন মুহূর্তে থমকে গেল। টিভির সামনে বসা কোটি সমর্থকের বুকেও যেন হালকা কাঁপুনি ধরল।চাপের ভার, প্রত্যাশার পাহাড়অভিষেককে ঘিরে প্রত্যাশা কম ছিল না। আগের সিরিজে ঝড়ো ইনিংস খেলে তিনি নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন। পাওয়ার প্লেতে তাঁর আক্রমণাত্মক মানসিকতা ভারতের বড় শক্তি। কিন্তু ক্রিকেট বড় নির্মম খেলা, একদিনের নায়ক, পরদিনই হন প্রশ্নবিদ্ধ! পাকিস্তানের পেস আক্রমণের সামনে শুরুতেই তাল কাটল তাঁর। বল ব্যাট ছুঁয়ে সোজা ফিল্ডারের হাতে। মাথা নীচু করে ড্রেসিংরুমে ফেরা, সেই দৃশ্যটাই যেন ম্যাচের শুরুর আবেগকে বদলে দিল। অসুস্থতা কাটিয়ে আজ দলে ফিরেছিলেন অভিষেক। গত কয়েকদিন ধরে পেটের সমস্যায় ভুগেছেন। শারীরিক যন্ত্রণা ছাপিয়ে দেশের টানে মাঠে নামলেও ভাগ্য তাঁর সহায় হল না। পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আঘা যখন নতুন বল হাতে চমক দিলেন, তখন চতুর্থ বলেই ক্যাচ তুলে বিদায় নিলেন অভিষেক। মাত্র ৪ বলের স্থায়িত্বে ভেঙে গেল একরাশ স্বপ্ন।বিশ্বের ১ নম্বর টি-টোয়েন্টি ব্যাটার হিসেবে টুর্নামেন্টে পা রাখা অভিষেকের জন্য এই বিশ্বকাপ যেন এক দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুম্বইতে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রথম বলে আউট হওয়ার পর আজ কলম্বোতেও রানের খাতা খুলতে পারলেন না তিনি। তবে ক্রিকেট মহলের একাংশের মতে, শরীর পুরোপুরি সায় না দিলেও দলের প্রয়োজনে মাঠে নামার যে সাহস অভিষেক দেখিয়েছেন, তা প্রশংসার দাবি রাখে।

সুপার এইটে ভারতের আরও এক প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হয়ে গেল নিজেরা জিতে অন্য এক দলকে নক আউটে তুলল আফগানিস্তান

নিজেরা জিতে অন্য এক দলকে বিশ্বকাপের সুপার এইটে তুলে দিল আফগানিস্তান। ফলে তিনটি দল নিশ্চিত হয়ে গেল। তিনটি দলই একই গ্রুপের। নক আউটে ভারতের এক প্রতিপক্ষ আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। সোমবার আফগানিস্তানের জয়ের পর সূর্যকুমার যাদবদের দ্বিতীয় প্রতিপক্ষও নিশ্চিত হয়ে গেল।সোমবার আফগানিস্তান বনাম সংযুক্ত আরব আমিরশাহির খেলা ছিল। এই খেলা যদি আমিরশাহি জিতত তা হলে আফগানিস্তান নক আউটের দৌড় থেকে বিদায় নিত। চতুর্থ দেশ হিসাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতেন রশিদ খানেরা। কিন্তু এই ম্যাচ জিতে নিজেদের আশা বাঁচিয়ে রাখার পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকাকে সুপার এইটে তুলে দিলেন তাঁরা।প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৬০ রান করে আমিরশাহি। চার বল বাকি থাকতে ৫ উইকেটে ম্যাচ জিতে যায় আফগানিস্তান। ব্যাটে-বলে নায়ক আজমাতুল্লা ওমরজাই। বল হাতে ৪ ওভারে ১৫ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন তিনি। পরে ব্যাট হাতে ২১ বলে অপরাজিত ৪০ রান করে দলকে জেতান তিনি।এই ম্যাচের আগে গ্রুপ ডি-তে তিন ম্যাচের মধ্যে তিনটি জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু খাতায়-কলমে তখনও সুপার এইট নিশ্চিত ছিল না। কিন্তু আফগানিস্তানের জয়ের পর এই গ্রুপ থেকে একটি দল হিসাবে নক আউটে উঠে গেলেন এডেন মার্করামেরা।বিশ্বকাপের সুপার এইটে দু'টি গ্রুপ রয়েছে। গ্রুপ 'এক্স' ও গ্রুপ 'ওয়াই'। গ্রুপ পর্বে প্রতিটি দল থেকে যে দুই দল নক আউটে উঠবে তাদের আলাদা আলাদা গ্রুপে রাখা হবে। তবে সুপার এইটে আটটি দল আগে থেকে ধরে রাখা হয়েছে। তারা গ্রুপ পর্বে যে স্থানেই শেষ করুক না কেন, নক আউটে নির্দিষ্ট জায়গাতেই খেলবে।উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ভারত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হোক, বা দ্বিতীয় স্থানেই শেষ করুক, তারা এক্স গ্রুপের প্রথম দল (এক্স ১)। এই গ্রুপের বাকি তিন দল ধরা হয়েছে অস্ট্রেলিয়া (এক্স ২), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (এক্স ৩) ও দক্ষিণ আফ্রিকা (এক্স ৪)। তার মধ্যে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সুপার এইট আগেই পাকা হয়ে গিয়েছিল। এ বার সেই তালিকায় জুড়ল দক্ষিণ আফ্রিকা। ঠিক তেমনই ওয়াই গ্রুপের চারটি দল ধরে রাখা আছে ইংল্যান্ড (ওয়াই ১), নিউ জিল্যান্ড (ওয়াই ২), পাকিস্তান (ওয়াই ৩) ও শ্রীলঙ্কা (ওয়াই ৪)। এই গ্রুপের কোনও দলই এখনও নিশ্চিত হয়নি।যদি কোনও দল এই তালিকায় থাকা কোনও দলের বদলে সুপার এইটে ওঠে, তা হলে তার জায়গা নেবে তারা। যেমন, যদি অস্ট্রেলিয়ার বদলে সেই গ্রুপ থেকে জিম্বাবোয়ে ওঠে তা হলে অস্ট্রেলিয়ার বদলে তাদের জায়গা হবে এক্স ২।১ মার্চ 'এক্স ১' বনাম 'এক্স ৩' ম্যাচ রয়েছে। অর্থাৎ, সে দিন কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ হবে। এই ম্যাচের সূচি ঠিক হয়ে গিয়েছে। ভারতের বাকি দুই ম্যাচ ২২ ফেব্রুয়ারি ও ২৬ ফেব্রুয়ারি। ২২ তারিখ অহমদাবাদ ও ২৬ তারিখ চেন্নাইয়ের মাঠে খেলা। সোমবার ঠিক হয়ে গেল, ২২ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। তবে ২৬ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের খেলা হবে কি না তা নিশ্চিত নয়। তাদের বদলে নক আউটে ওঠার সুযোগ রয়েছে জিম্বাবোয়ের। যদি তেমনটা হয়, তা হলে ২৬ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়ার বদলে জিম্বাবোয়ের মুখোমুখি হবেন সূর্যেরা। প্রতিটি ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টা থেকে।

ইতালির লড়াইয়ে টলমল হয়েও শেষ হাসি ইংল্যান্ডের ইডেন থেকেই নিশ্চিত সুপার এইটের টিকিট

ভারতের ম্যাচ না থাকলে ইডেন কি এখন আন্ডারডগদের উপাসক হয়ে পড়ে?সাম্প্রতিক ট্রেন্ড অন্তত সেরকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে। টি-২০ বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে স্কটল্যান্ডের জয় দেখতে চেয়েছিলেন অনেকে। ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড ম্যাচেও স্কটিশদের জন্য গর্জন করেছিল গ্যালারি।সোমবার প্রায় ২৪ হাজারের ইডেন গলা ফাটাল ইতালির জন্য। ইংল্যান্ডের পরাজয় দেখতে চেয়ে চিৎকার করে গেলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। এত দর্শকের সমর্থন পেয়ে ইতালিও তেড়েফুঁড়ে ক্রিকেট খেলল। নিজেদের সেরাটাও ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল আজ্জুরিরা। একটা সময় মনে হচ্ছিল, অঘটন ঘটলেও ঘটতে পারে। যখন ইংরেজ স্পিনার আদিল রশিদের এক ওভারে তিন ছক্কা মেরে মোট ২১ রান তুলল ইতালি। সমীকরণ দাঁড়িয়েছিল, শেষ ২ ওভারে ইতালির জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৩০ রান। ইডেনে তখন শব্দব্রহ্ম। আচমকা মাঠে ঢুকলে বিভ্রান্ত হতে পারেন, ইতালির ম্যাচ চলছে, নাকি নীল জার্সি পরে প্রিয় মেন ইন ব্লু নেমেছে!যদিও ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পেরে ওঠেনি ইতালি। ১৯তম ওভারে মাত্র ৫ রান খরচ করে এক উইকেট তুললেন স্যামন কারান। শেষ ওভারে জোফ্রা আর্চারের এক্সপ্রেস গতিও সামলাতে পারল না ইতালি। কোনও রান না দিয়ে তুলে নিলেন ২ উইকেট। ২০২/৭ তাড়া করতে নেমে ২০ ওভারে ১৭৮ রানে শেষ হল ইতালির ইনিংস। ২৪ রানে ম্যাচ জিতলেন হ্যারি ব্রুকেরা।ম্যাচের শেষে আতসবাজি পুড়ল ইডেন জুড়ে। এই ম্যাচ জিতে সুপার এইটে জায়গা পাকা করে ফেলল ইংল্যান্ড। সেটাই উদযাপন করা হল আলোর রোশনাইয়ে।এক ম্যাচ বাকি থাকতেই গ্রুপ সি থেকে সুপার এইটের যোগ্যতা অর্জন করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দ্বিতীয় দল হিসাবে এই গ্রুপ থেকে কারা উঠবে সুপার এইটে, তা নিয়েই ছিল চর্চা। ইংল্যান্ড জেতায় সেই ছবি পরিষ্কার হয়ে গেল।টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং নিয়েছিল ইংল্যান্ড। দল বিপদে পড়তে পারত, যদি না সাত নম্বরে নেমে ২২ বলে ৫৩ রানে অপরাজিত ও ম্যাচের মোড় ঘোরানো ইনিংস খেলতেন উইল জ্যাকস।ইংরেজ ব্যাটাররা শেষ মুহূর্তে প্রত্যাঘাত করলেন। একটি ছক্কা গ্যালারিতে এক মহিলার মুখে আঘাত করেছে।তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর।রান তাড়া করতে নেমে দুরন্ত লড়াই চালালেন জাস্টিন মস্কা (৩৪ বলে ৪৩ রান), বেন মানেন্তি (২৫ বলে ৬০ রান),গ্র্যান্ট স্টুয়ার্ট(২৩ বলে ৪৫ রান)।তবু শেষরক্ষা করতে পারল না ইতালি।ফুটবলের দেশের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হয়ে রইল ইডেন গ্যালারির নিঃশর্ত সমর্থন।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে অসমে নির্বাচন কমিশনের দল

গুয়াহাটি, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে নির্বাচন কমিশনের(ইসিআই)-র একটি উচ্চপর্যায়ের দল সোমবার অসমে পৌঁছেছে। দলের নেতৃত্বে রয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে রয়েছেন নির্বাচন কমিশনার এস. এস. সান্ধু এবং বিবেক যোশী। তিন দিনের এই সফরের মূল লক্ষ্য হল নির্বাচন যন্ত্রের প্রস্তুতি মূল্যায়ন, লজিস্টিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা এবং গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের আগে রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় আরও জোরদার করা।

গুয়াহাটিতে পৌঁছেই কমিশনের দল অসম সরকারের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক শুরু করেছে। স্বরাষ্ট্র দফতর, পুলিশ, জেলা প্রশাসন এবং নির্বাচন সংক্রান্ত দফতরের উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধন, আইন-শৃঙ্খলা প্রস্তুতি, নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন, ভোটকেন্দ্রের পরিকাঠামো এবং অবাধ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রযুক্তির ব্যবহার, এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা বৈঠক করবে বলে জানা গেছে। সফরকালে কমিশন স্বীকৃত জাতীয় ও রাজ্যস্তরের রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করবে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সব দলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং রাজনৈতিক মহলের উত্থাপিত উদ্বেগগুলির সমাধান করাই এই বৈঠকের উদ্দেশ্য।

আধিকারিক সূত্রে জানা গেছে, চলমান নির্বাচনী সংস্কারের অগ্রগতি যেমন ভোটার অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, অর্থ ও পেশিশক্তির প্রভাব রোধ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, এসব বিষয়ও খতিয়ে দেখা হবে। অসমের ভৌগোলিক ও জনসংখ্যাগত বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রগুলির উপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে। বন্যাপ্রবণ ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলের দূরবর্তী ও নদীবেষ্টিত ভোটকেন্দ্রগুলির প্রস্তুতিও পর্যালোচনা করা হবে, যাতে নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা যায়। পাশাপাশি ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ, ইভিএম ও ভিভিপ্যাট যন্ত্রের প্রাপ্যতা নিয়েও আলোচনা হবে।

রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ২০২৬ সালের অসম বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কমিশনের এই প্রাথমিক পর্যালোচনা সফর বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে বলে মনে করা হচ্ছে। নির্বাচন ঘোষণার পর আদর্শ আচরণবিধি কঠোরভাবে কার্যকর নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশনের এই উদ্যোগকে নিয়মিত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সপ্তাহের শেষে একটি চূড়ান্ত পর্যালোচনা বৈঠকের মাধ্যমে ইসিআই-র দল তাদের অসম সফর শেষ করবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে।

খোয়াইয়ে ৭৭তম শিব চতুর্দশী মেলা ও ব্লক ভিত্তিক প্রদর্শনী-২০২৬-এর উদ্বোধন

খোয়াই, ১৬ ফেব্রুয়ারি: খোয়াই মহকুমার সিঙ্গিছড়া-স্থিত শরৎচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে গতকাল পাঁচদিনব্যাপী ৭৭তম শিব চতুর্দশী মেলা এবং ব্লক ভিত্তিক প্রদর্শনী-২০২৬-এর উদ্বোধন করেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতি, খোয়াই ব্লক এবং খোয়াই পুর পরিষদ-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই ঐতিহ্যবাহী মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, রাজ্য সরকার সারা রাজ্যে সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখতে আন্তরিক ও বদ্ধপরিকর। তিনি মেলা ও প্রদর্শনীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে জানান, শিব চতুর্দশী মেলা জাতি ও জনজাতির মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি মজবুত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান টিন্তু ভট্টাচার্য, খোয়াই ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনিরুদ্ধ দাস, খোয়াই জেলা পরিষদের কর্ম বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুকূল দাস প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেলা কমিটির আহ্বায়ক প্রণব বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথ শর্মা, পারিষদ শঙ্কু পাল, খোয়াই ব্লকের এসসি সাব কমিটির চেয়ারম্যান সমীর কুমার দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের খোয়াই জেলা কার্যালয়ের যুগ্ম অধিকর্তা দিলীপ দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

উল্লেখ্য, মেলায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও স্বসহায়ক দলের মোট ২০টি প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়েছে, যা দর্শনার্থীদের বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে।

বিএসএফ হেডকোয়ার্টার স্থাপনের প্রতিবাদে তিপরা মথার আন্দোলন, জেলাশাসক অফিসের পাশে ধর্ণা

আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারী: সিপাহীজলা জেলায় বিএসএফ-র ৪৯ নং ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টার স্থাপনের বিরুদ্ধে সরব হলো তিপরা মথা। বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত ও বিশ্রামগঞ্জ এলাকার বড়জলা এবং চিকনছড়া এলাকায় প্রস্তাবিত হেডকোয়ার্টার নির্মাণের প্রতিবাদে আজ সিপাহীজলা জেলাশাসক কার্যালয়ের প্রবেশদ্বারের পাশেই ধর্ণাই বসেন ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ-এর এমডিসি উমাশঙ্কর দেববর্মা।

এমডিসির সঙ্গে ধর্নায় উপস্থিত ছিলেন তিপরা মথার একাধিক কর্মী ও সমর্থক। উমাশঙ্কর দেববর্মা জানান, স্থানীয় মানুষের মতামত উপেক্ষা করে বিএসএফ হেডকোয়ার্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যা তারা কোনওভাবেই মেনে নেবেন না। সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তিনি অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন বলেও স্পষ্ট করেন।ধর্নার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজিব সূত্রধর এবং বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা। তাঁরা এমডিসিকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যাতে জেলাশাসক কার্যালয়ের প্রবেশদ্বারের কাছ থেকে সরে কিছুটা দূরে গিয়ে ধর্নায় বসা হয়। পুলিশের তরফে জানানো হয়, জেলাশাসক অফিসের ১০০ মিটারের মধ্যে ধর্না বা অবস্থান আইন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়।

এই নিয়ে ঘটনাস্থলে কিছু সময় টানটান পরিস্থিতি তৈরি হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকারীরা ধর্না চালিয়ে যান। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে আলোচনা হবে কি না, সেদিকেই এখন নজর।

দুর্গম পাহাড়চূড়ায় ভক্তির মিলনমেলা
শিব চতুর্দশীতে শুরু ৫৯তম শ্রী শ্রী বাবা লংতারই পূজা ও মেলা

আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারী : শিব চতুর্দশীর পুণ্যলগ্নে আবারও ভক্তসমাগমে মুখরিত হয়ে উঠল দুর্গম পাহাড়চূড়া। উত্তর লংতারই ভিলেজের অন্তর্গত প্রায় এক হাজার ফুট উচ্চতার লংতারই ভ্যালী পাহাড়ে সোমবার শুভ সূচনা হল ৫৯তম শ্রী শ্রী বাবা লংতারই পূজা ও মেলার। সবুজ অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত প্রাচীন মন্দির চত্বরে সকাল থেকেই ভক্তদের ঢল নামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৯৬৭ সালে এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষের যৌথ উদ্যোগে, পূর্ণ মোহন রোয়াজ ত্রিপুরার নেতৃত্বে পাহাড়চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রী শ্রী বাবা লংতারই মন্দির। সেই সময় থেকেই শিব চতুর্দশীকে কেন্দ্র করে নিয়মিত পূজা ও ধর্মীয় আচার পালিত হয়ে আসছে। প্রতিবছর দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য ভক্ত পুণ্যলাভের আশায় এখানে উপস্থিত হন।

এবছর ৫৯তম মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শম্ভু লাল চাকমা সহ প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক। পূজার্চনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় তিন দিনব্যাপী এই ধর্মীয় মেলা।

উদ্বোধনী ভাষণে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, লংতারই পাহাড় শুধুমাত্র ধর্মীয় আস্থার কেন্দ্র নয়, এটি একটি সম্ভাবনাময় পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবেও গড়ে উঠতে পারে। তিনি জানান, এলাকাটিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে উন্নয়নের বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে। বনদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে ভক্ত ও পর্যটকদের যাতায়াত অনেক সহজ হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে লংতারই ভ্যালী গড়ে উঠলে স্থানীয় যুবক ও যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। ক্ষুদ্র ব্যবসা, হস্তশিল্প এবং পর্যটন নির্ভর পরিষেবার মাধ্যমে এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সাল থেকে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই মেলাকে তিন দিনব্যাপী আকারে আয়োজন করা হচ্ছে। ধর্মীয় আচার, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে এই উৎসব বর্তমানে উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণে পরিণত হয়েছে।

পাহাড়চূড়ায় শঙ্খধ্বনি, ধূপের গন্ধ আর ভক্তির আবেশে এদিন লংতারই ভ্যালীতে সৃষ্টি হয় এক অনন্য পরিবেশ। ধর্মবিশ্বাস ও উন্নয়নের সম্ভাবনার সম্মিলনে নতুন প্রত্যাশার দিশা দেখাচ্ছে এই প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র।

কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা শুরু বিশালগড়ে, পাঁচ দিনব্যাপী চলবে ক্রয় কার্যক্রম

চড়িলাম, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ত্রিপুরা সরকার-এর খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এবং বিশালগড় মহকুমা শাসক, কৃষি ও কিষান কল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় বিশালগড়ে ধান ক্রয় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০২৫-২৬ খরিপ মরশুমে সহায়ক মূল্যে এই ধান ক্রয় আগামী পাঁচ দিনব্যাপী চলবে।

চলতি বছরে সরকার নির্ধারিত সহায়ক মূল্য অনুযায়ী কৃষকরা প্রতি কুইন্টাল ধানের জন্য ২৩৬৯ টাকা করে পাবেন, যা গত বছরের তুলনায় বেশি। সোমবার সকালে গোলাঘাটি, কসবা ও গোপীনগর এলাকা থেকে কৃষকরা ধান বিক্রি করতে সকাল থেকেই লাইনে দাঁড়ান।

ধান ক্রয়কারী সংস্থা ত্রিপুরেশ্বরী এগ্রো প্রডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর আধিকারিক রাজেশ মিয়া জানান, সকাল ১০টা থেকে প্রথম দিনেই মোট ৭৫ মেট্রিক টন ৮৫৪ কেজি ধান কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে।

সোমবার সকালে ধান ক্রয় শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন অতসী দাস, বিশালগড় মণ্ডল সভাপতি তপন দাস, সুপারিন্টেনডেন্ট অফ এগ্রিকালচার হিমানিস লস্কর সহ অন্যান্য অতিথিরা।

স্বাগত ভাষণে বিশালগড় মহকুমা শাসক বিংকি সাহা কৃষকদের উদ্দেশ্যে জানান, যাঁরা ধান বিক্রি করবেন তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অবশ্যই আপডেট থাকতে হবে এবং আধার লিঙ্ক করা থাকতে হবে। তিনি বলেন, আগের মরশুমে ব্যাংকিং সংক্রান্ত কিছু সমস্যা দেখা গিয়েছিল। এবার যাতে এমন বিভ্রাট না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও স্পষ্ট করেন, কোনও কৃষক যেন জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট জমা না দেন।

মহকুমা শাসক আশ্বাস দেন, ধান বিক্রির ন্যায্য মূল্য যত দ্রুত সম্ভব সরাসরি কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে। প্রথম দিনের ধান ক্রয় কার্যক্রম উৎসবের আবহে সম্পন্ন হয়। আগত অতিথিরা শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ধান তোলার কাজে অংশ নেন, ফলে গোটা শিবির আনন্দমুখর পরিবেশে পরিণত হয়।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারী: পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাগৃহে আজ জিলা পরিষদের সামাজিক ন্যায় বিচার বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সভাপতি খুশবু দেববর্মা (মহালানবিশ)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, কমিটির সদস্য সদস্যাগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের জেলা আধিকারিক জানান, মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক সহায়তা প্রকল্পে জেলায় ১৪৭৫টি নতুন সামাজিক ভাতা প্রদানের কাজ চলছে। এছাড়া বাল্যবিবাহ রোধ, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচিতে সারা রাজ্যের সাথে পশ্চিম জেলায়ও ব্লকভিত্তিক অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম জেলাভিত্তিক বাল্যবিবাহ রোধ, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বিষয়ে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। সমাজকল্যাণ আধিকারিক সভায় আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা নামে দুটি নতুন প্রকল্প ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনায় অন্ত্যোদয় রেশন কার্ডধারী পরিবারের কন্যা সন্তান হলে সেই সন্তানের নামে এককালীন ৫০ হাজার টাকা ফিক্সড ডিপোজিট সার্টিফিকেটের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এই সার্টিফিকেটের সহায়তা কন্যা সন্তানের ১৮ বছর পূর্ণ হলে পাওয়া যাবে। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনায় অন্ত্যোদয় রেশন কার্ডধারী পরিবারের ১৮ বছর উর্ধ্ব কন্যার বিবাহের জন্য এককালীন ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। বিবেকনগর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধিও সভায় জেলার যুবক যুবতীদের বিভিন্ন স্বনির্ভর প্রকল্পে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করেন।

কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ছাড়া সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয় : অর্থমন্ত্রী

আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারী: তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, গোমতী জেলা প্রশাসন এবং মহাদেববাড়ি উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত উদয়পুরের শিববাড়ি প্রাঙ্গণে গতকাল ৭ দিনব্যাপী শিব চতুর্দশী মেলার উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ছাড়া সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই এই ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা আমাদের সবার দায়িত্ব।

তিনি বলেন, শিব চতুর্দশীতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা শিবের আরাধনায় ব্রত পালন করেন এবং নিজেদের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন। বহু বছরের ঐতিহ্যবাহী এই মেলা ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি সামাজিক মিলনক্ষেত্র হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অনুষ্ঠানে গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায় বলেন, উদয়পুর শিববাড়ি মেলা ত্রিপুরার প্রাচীনতম মেলাগুলির অন্যতম। এই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ ও লালন করা প্রয়োজন। কারণ সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের দর্পণ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ আচার্য। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদের কাউন্সিলার বিক্রম দাস, বুল্টি দাস, সুবীর দাস, সমাজসেবী সবিতা নাগ প্রমুখ।

কৃষি ও কৃষকের আর্থসামাজিক উন্নয়নে রাজ্য সরকারের নিরলস প্রচেষ্টা : কল্যাণী রায়

তেলিয়ামুড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি: বর্তমান রাজ্য সরকার সার্বিকভাবে কৃষি ও কৃষকদের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মানোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে বলে মন্তব্য করলেন তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়। তিনি বলেন, বিগত সরকারের আমলে প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার কারণে কৃষক আত্মহত্যার মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলেও বর্তমান সময়ে কৃষকরা যাতে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারে এবং আর্থসামাজিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে, সেদিকেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

সোমবার তেলিয়ামুড়া কৃষি মহকুমা তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয়ের সামনে এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৪২ জন কৃষকের হাতে পাওয়ার স্প্রেয়ার সহ বিভিন্ন ধরনের কৃষি সহায়ক যন্ত্রপাতি তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় জানান, আগামী দিনেও সরকার পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে কাজ চালিয়ে যাবে।

তিনি সহ অন্যান্য অতিথিরা কৃষকদের হাতে এই সামগ্রী তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

জলসেচের অভাবে মান্দাইয়ের ধানচাষে বড় ক্ষতির আশঙ্কা, প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি কৃষকদের

আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি: জলসেচের অভাবে চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন মান্দাই ব্লক-এর কৃষকরা। ব্লকের অন্তর্গত সাউথ আর সি নগর এডিসি ভিলেজ-এর অধীন কালী শংকর ঠাকুর পাড়া এলাকার ধানচাষিরা পর্যাপ্ত জলের অভাবে ফসলের ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন বলে অভিযোগ। স্থানীয় কৃষকরা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, দীর্ঘদিন ধরেই সেচের জলের সংকট চলছে। এর ফলে শুধু পানীয় জলের সমস্যাই নয়, ধানক্ষেতেও পর্যাপ্ত জল না থাকায় ফলন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই ধান গাছ শুকিয়ে যেতে বসেছে বলে দাবি তাঁদের। কৃষকদের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে তাঁরা একাধিকবার স্থানীয় বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা-র কাছে আবেদন জানালেও এখনো পর্যন্ত কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের দুর্ভোগ দিন দিন বাড়ছে।

এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে সেচ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও কৃষকরা। দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে আগামী দিনে আরও বড় ক্ষতির আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

প্রশাসনকে না জানিয়ে অবৈধভাবে কৃষি জমি ভরাট, বিশালগড়ে চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারী: বিশালগড় মহকুমা জুড়ে প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই কৃষি জমি ও পুকুর ভরাটের অভিযোগ ক্রমেই বাড়ছে। সোমবার এমনই একটি চিত্র সামনে আসে বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত ঘনিয়ামরা তহশিল কাছাড়ী এলাকার দুর্গানগর বাজার লাগোয়া মনিপুরী পাড়া রাস্তার সংলগ্ন স্থানে।

জানা গেছে, উক্ত এলাকায় প্রায় ১০ শতক কৃষি জমি অবৈধভাবে ভরাট করা হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের ডিসিএম প্রশেনজিৎ দাস ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। জমি ভরাটের চিত্র দেখে তিনি হতবাক হন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা যায়।

এরপর জমির মালিক মানিক মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি জানান, নগর পঞ্চায়েত এলাকায় পুকুর বা জমি ভরাট করতে প্রশাসনিক অনুমতি প্রয়োজনএ কথা তিনি জানতেন। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জমি বা পুকুর ভরাটের ক্ষেত্রেও যে প্রশাসনের অনুমতি নিতে হয়, সে বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল না বলে দাবি করেন তিনি।

ঘটনাটি সামনে আসতেই স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, এভাবে নির্বিচারে কৃষি জমি ভরাট হলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি কৃষিকাজও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেদিকেই নজর স্থানীয়দের।

শিব চতুর্দশীতে রাজধানীতে যভক্তদের ঢল

আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারী: শিব চতুর্দশী উপলক্ষে রাজধানী জুড়ে ধর্মীয় আবহ স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। গতকাল সন্ধ্যা থেকেই বটতলা শিব মন্দির সহ শহরের বিভিন্ন শিব মন্দিরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। শিবলিঙ্গে জল, দুধ, বেলপাতা ও ধুতরা অর্পণ করে ভক্তরা পুজোয় অংশ নেন।

মন্দির চত্বরে শঙ্খধ্বনি ও ভজন-কীর্তনে ভরে ওঠে পরিবেশ। বহু ভক্ত উপবাস থেকে মহাদেবের আরাধনা করেন। পরিবার পরিজন নিয়ে মন্দিরে আসেন নানা বয়সের মানুষ। শিব চতুর্দশী উপলক্ষে সন্ধ্যার পরও মন্দিরগুলিতে ভক্তসমাগম অব্যাহত থাকে।

শিবচতুর্দশীতে মহাবীর ক্লাবে সার্বজনীন কালী মায়ের নতুন মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি: শিবচতুর্দশীর পবিত্র দিনে সোমবার এক সংক্ষিপ্ত ও ধর্মীয় পরিবেশে মহাবীর ক্লাব-এ সার্বজনীন কালী মায়ের নতুন মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর তুষার কান্তি ভট্টাচার্য। পাশাপাশি আলোচনায় অংশ নেন কর্পোরেটর নিতু গুহ দে, রামনগর মণ্ডল সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে জানান, নতুন এই মন্দির স্থাপনের মাধ্যমে এলাকার ধর্মীয় ও সামাজিক পরিমণ্ডল আরও সমৃদ্ধ হবে। শিবচতুর্দশীর শুভ দিনে এই উদ্যোগ শুরু হওয়ায় স্থানীয় ভক্ত ও বাসিন্দাদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

নতুন বেকার ভাতা প্রকল্প চোখে ধুলো: শুভেন্দু আধিকারী

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোমবার রাজ্য সরকারের নতুন বেকার ভাতা প্রকল্প 'বাংলার যুব সাথী' নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে একে "চোখে ধুলো" বলে অভিহিত করেছেন।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের অন্তর্বর্তী বাজেট পেশের সময় রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এই প্রকল্পের ঘোষণা করেন। প্রকল্প অনুযায়ী, মাধ্যমিক পাশ ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী যুবকদের প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা ভাতা দেওয়া হবে।

বাজেট বক্তৃতায় জানানো হয়েছিল, তৃণমূল কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় এলে আগামী ১৫ আগস্ট থেকে এই প্রকল্প কার্যকর হবে। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীতে ঘোষণা করেন, ১৫ আগস্টের পরিবর্তে ১ এপ্রিল থেকেই এই ভাতা প্রদান শুরু হবে।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিশেষ শিবিরের মাধ্যমে আবেদনপত্র গ্রহণ শুরু হয়েছে।

সোমবার সকালে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে পোস্ট করে শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বেকার যুবকদের বিভ্রান্ত করতেই এই প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। প্রকৃত উপভোক্তার সংখ্যা নিয়েও তিনি সংশয় প্রকাশ করেন।

তাঁর অভিযোগ, এটি পুরনো 'যুবশ্রী' প্রকল্পেরই নাম পরিবর্তন মাত্র। "একই প্রকল্প নতুন নামে ফের চালু করা হচ্ছে। পুঁজি বিনিয়োগের অভাব ও শিল্পহীনতার কারণে অর্থনৈতিকভাবে সংকটে থাকা রাজ্যে মেধার সঠিক মূল্যায়ন নেই। এখন আবার বেকার যুবকদের লাইনে দাঁড় করিয়ে আবেদন করানো হচ্ছে," মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা।

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য শিবির আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর মতে, অনলাইনে আবেদন গ্রহণের ব্যবস্থা করা যেত। রবিবার, আবেদন গ্রহণের প্রথম দিন, কিছু শিবিরে পুলিশের উপস্থিতি ও হস্তক্ষেপ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, "পুলিশের শিবিরে মোতায়েনের প্রয়োজন ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ চাকরিপ্রার্থী ও বেকার যুবকদের মারধর করার অভ্যাস গড়ে তুলেছে।" তিনি প্রশ্ন তোলেন, "বেকার ভাতার আবেদনকারীদের ওপর আবার কেন লাঠিচার্জ করা হল?" তবে এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

৩২ বছরের সম্পর্কের ইতি, আত্মসম্মানের কারণে কংগ্রেস ছাড়লেন ভূপেন বরা

গুয়াহাটি, ১৬ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): অসম কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা ভূপেন বরা সোমবার দল থেকে ইস্তফা দেওয়ার ঘোষণা করলেন। এর মাধ্যমে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর ৩২ বছরের দীর্ঘ রাজনৈতিক সম্পর্কের অবসান ঘটল।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বরা জানান, সোমবার সকাল প্রায় ৮টা নাগাদ তিনি নিজের ইস্তফাপত্র দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়েছেন। "আমি কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিয়েছি। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে আমার পদত্যাগপত্র পাঠানো হয়েছে," বলেন তিনি। ইস্তফার কারণ হিসেবে আত্মসম্মানের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, "নিজের আত্মসম্মান রক্ষার জন্যই দল ছেড়েছি।"

দলের সাংগঠনিক কাজকর্ম নিয়ে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করে বরা অভিযোগ করেন, কংগ্রেস নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সময়মতো ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাঁর কথায়, "দল এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, কোন নেতা সভায় যাবেন আর কে যাবেন না, সেই সিদ্ধান্তও নিতে পারছে না।" তিনি জানান, রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ৩২ বছর কংগ্রেসের জন্য ব্যয় করেছেন।

কাঁঠালিয়ায় ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনা শুরু

আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারী: আজ থেকে কাঁঠালিয়া ব্লক এলাকার ধনপুর নিউ মোটরস্ট্যান্ডে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনা শুরু হয়েছে।

৫ দিনের এই ধান ক্রয় কর্মসূচি চলবে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এতে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে প্রতি কুইন্টাল ২ হাজার ৩৬৯ টাকা করে মোট ৬০০ মেট্রিকটন ধান ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ধনপুর নিউ মোটরস্ট্যান্ডে আয়োজিত এই ধান ক্রয় কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিঠু রাণী দাস, ভাইস চেয়ারম্যান সহাইনা আক্তার, কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুভাষ দেবনাথ, সিপাহীজলা জেলার ডেপুটি কালেক্টর ডেবি হালাম সহ খাদ্য দপ্তর এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকগণ।

কুমারঘাটে নবনির্মিত মহকুমা পশু চিকিৎসালয়ের শুভ উদ্বোধন, কৃষক ও পশুপালকদের জন্য বড় স্বস্তি

কুমারঘাট, ১৬ ফেব্রুয়ারি: আজ কুমারঘাট-এর পূর্ব কাঞ্চনবাড়ি এলাকায় নবনির্মিত মহকুমা পশু চিকিৎসালয়ের শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ফিতা কাটেন পাবিয়াছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ভগবান দাস।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক ভগবান দাস বলেন, এই আধুনিক পশু চিকিৎসালয় এলাকার কৃষক ও পশুপালকদের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে। উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার মাধ্যমে গবাদি পশুর সুরক্ষা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি পশুপালন নির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতিও আরও শক্তিশালী হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা-র নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের সার্বিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় কুমারঘাট আজ আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। এই পশু চিকিৎসালয় চালু হওয়ায় স্থানীয় মানুষজনকে আর দূরবর্তী এলাকায় চিকিৎসার জন্য যেতে হবে না, ফলে সময় ও অর্থ দু'টিই সাশ্রয় হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 17-02-2026, 00:57